‘আমাদের আর্তনাদ কেউ শুনে না’:

সিরিয়ার অন্ধকূপে মহিলাদের উপর অত্যাচার

খলিল দেওয়ান

TRT WORLD
re|search centre

‘আল-মানাসির মিডিয়া’ প্রকাশিত

এই বইটি প্রকাশ এর কাজ করেছে
আল–মানাসির মিডিয়া টিম মেম্বার’রা
সবাই কে আল্লাহ তা‘আলা জাযাখায়ের দান করুন
আমিন।

প্রতিবেদন

‘আমাদের আর্তনাদ কেউ শুনে না’:

সিরিয়ার অন্ধকুপে মহিলাদের উপর অত্যাচার

খলিল দেওয়ান

“আমরা ধর্ষিত হওয়ার পর যতক্ষণ না অচেতন হয়েছি ততক্ষণ আমাদের প্রহার করা হয়েছে, প্রতিটি জিজ্ঞাসাবাদে” -হাজরা, ২৮, ২০১১ সালে আটক হয়েছিল।

“আমরা অনেক কষ্টে নিজেদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা করতাম তবু তারা কখনই আমাদেরকে অত্যাচার করা, প্রহার করা, অপমান করা এবং সবধরণের খারাপ আচরণ করা ও ধর্ষণ করা থামাতো না” -বুশরা (৩২) আলেপ্পু থেকে ২০১২ সালে আটক হয়েছিল।

“মাঝে মাঝে কারা রক্ষক আমাদের কাছে আসত আর বলত কে প্রস্তুত? আজ আমি সেক্স করতে আগ্রহী। আমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত বা কুমারী ছিল তারা বিবাহিত মহিলাদের পেছনে লোকাত কারণ তারা গর্ভবতী হয়ে যাওয়ার ভয় করত” -সায়া (৩২) আলেপ্পু থেকে ২০১৪ সালে আটক হয়েছিল।

TRT WORLD
research centre

১. পরিচিতি

"কে তোমাকে বেশি আনন্দ দেয়? মুক্ত সিরিয়ান সৈন্য না আমরা? (একজন সিরিয়ান সৈন্য বলেন) আমরা আমাদের আমাদের আর্তনাদ বাইরে শুনানোর চেষ্টা করেছি (ধর্ষণ সম্পর্কে) কিন্তু কোনো লাভ হয় নি। আমাদেরকে কেউ শুনছে না"-জেহান, ২৫, হামা থেকে।

সাক্ষাতকার লিপিবদ্ধ করার সময় আমাদেরকে সিরিয়ার হামা থেকে ২৫ বছর বয়সের জেহান নামে একজন মহিলা বলেন আমাদের আর্তনাদ কেউ শুনে না। সিরিয়ার উত্থানের সময় থেকে প্রায় ৮ বছর ধরে চলে আসা মহিলাদের উপর অবিরত যৌন হিংস্রতা ও ধর্ষনের তদন্তের সময় এসব কথা টি. আর. টি. বিশ্ব গবেষণা কেন্দ্রকে আলোড়িত করেছিল।

সিরিয়ান শাসনের হেফাজত খানায় সমগ্র সিরিয়ান মহিলাদের অত্যাচারের বিষয়টি কৌশলগত কর্মসূচিতে পরিণত করা হয়েছে। যদিও সিরিয়াতে অত্যাচার নতুন কিছু নয়; ১৯৮০ সালের পূর্বে প্রায়ই কিছু পরিবারকে প্রবল আক্রমনের মুখে টিকে থাকতে দেখা যেত যখন পূর্ববতী প্রেসিডেন্ট হাফিজ আল-আসাদ প্রায় ১৭০০০ নাগরিককে জোর করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। বাবার মতই বাশার আল-আসাদও তার নিজ গতিতে নিয়ন্ত্রীত ক্ষমতার মাধমে মানবাধিকারের অপব্যবহার করে আসছে।

এটা কিভাবে শুরু হল? এর পেছনে একটি কারণ হলো ২০১১ সালের মার্চ এ ১৫ জন শিক্ষার্থী দিরার একটি দেয়ালে শাসন বিরোধী ছবি লাগালে তাদের গ্রেফতার করা হয় এবং পাশবিক অত্যাচার করা হয়। সিরিয়ান সম্প্রদায় এই শাসনের বিরোদ্ধে তাৎক্ষনিকভাবে রাস্তায় নেমে আসেন এবং অবিলম্বে ঐসব শিক্ষার্থীদের মুক্তির দাবি করে। কিন্তু সিরিয়ান বাহিনী এই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের বিরোদ্ধে চরম অভিযান পরিচালনা করে। ২০১১ সালে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার জনপ্রিয় জাগরণ প্রেসিডেন্ট আসাদ এর নোংরা নেতৃত্বের মধ্যে পরিবর্তন আনতে ব্যাপক উৎসাহ যুগিয়েছিল, যা কয়েক দশক ধরে স্থায়ী হয়েছিল, কোনো প্রকার দেশজ বা রাজনৈতিক সম্ভাবনা ছাড়াই। মহিলারাও এই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল যা সিরিয়ার জাতীয় সামরিক

বাহিনী কঠোর হস্তে দমন করে। মহিলাদেরকে অবিবেচিতভাবে টার্গেট করা হয়েছিল যদি তারা আন্দোলনে অংশ নিত। সরকারের প্রতিক্রিয়া দেখা যেত যে সমাজের দুর্বলদেরকে নির্দয়ভাবে প্রতিহত করা হত। সিরিয়ান জনগনের প্রতি বার্তা পাঠানো হত যে এটা যে কোনো মূল্যে প্রতিহত করা হবে।

এরপর সিরিয়ার জেলখানা ও গোপন কয়েদ খানায় হাজার হাজার মহিলাকে গুম করা হয়। ১৩৫০০ এ উপর মহিলাকে জেলে বন্দি করা হয় এবং ৭০০০ এর উপর মহিলাকে জেল খানায় ব্যাপক অত্যাচার ও বিরামহীনভাবে ধর্ষণ করা হয় (আন্দোলনের দায়ে)। সাধরনত নারীদেরকে কঠোর অত্যাচার সহ্য করতে হত, চিকিৎসাহীনতা এবং সম্পূর্ণ গোপনে আলাদা বিচার প্রক্রিয়ায় চালাত। কিন্তু সিরিয়ান দ্বন্দ্বে মহিলাদের জন্য একটি ক্ষতিকর অগ্রসরতা পূর্ণতা পায়: যুদ্ধের একটি কৌশল হিসেবে ধর্ষণ ও যৌন হিংস্রতা একটি আদর্শে পরিণত হয়। যুদ্ধের কৌশল হিসেবে যৌন হিংস্রতার একই কারণ গুলো মায়ানমার, বসনিয়া, কাশ্মীর, দক্ষিণ সুদান এবং আফগানিস্তানে ব্যাপকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। (টি. আর. টি বিশ্ব গবেষণা কেন্দ্র, যুদ্ধের নারী)। আইনে এটা পরিষ্কার যে: সামরিক দ্বন্দ্বে যৌন হিংস্রতা ও ধর্ষণ, নারী-পুরষ, সামরিক ও একইভাবে বেসামরিক মানুষের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আইনের লজ্ঘন। ১৯৪৯ সালে জেনেভা সম্মেলনে এটা নিষিদ্ধ করলেও ৭০ বছর পর কিছু সামরিক ও সম্মিলিত বাহিনী এটাকে যুদ্ধ কৌশল হিসেবে ব্যবহার করছে। এভাবে মহিলারা এ সংঘাতের মধ্যে শারীরীক, মানসিক ও সামাজিকভাবে সর্বোচ্চ মূল্য দেয়, জীবনব্যাপী হীনতায় ভোগে যা কখনও মুছা যায় না।

যুদ্ধ কৌশল হিসেবে যৌন হিংস্রতা মাত্র এক দশক আগে জাতিসংঘের দ্বারা পরিচিত হয় যা পূনঃসমাধানের জন্য গৃহীত হয় (১৮২০). ২০০৮ সালে। প্রথম সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলের যৌন হিংস্রতা বিষয়ে আলোচিত হয় ।

এটা ধরা হয় যে ধর্ষণ ও যৌন হিংস্রতার পরিমান হল যুদ্ধ অপরাধ এবং মানবতা বিরোধী অপরাধ। ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে জাতি সংঘ দ্রুত সংশোধনী আইন ৭১/২৪৮ পাশ করে যাতে তারা একটা আন্তর্জাতিক মেশিন প্রতিষ্ঠা করে যাতে তারা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার

লঙ্ঘনের প্রমান সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করতে পারে। সাথে সাথে যেন সিরিয়ার যুদ্ধ আইন ও মানবাধিকার আইন বিশ্লেষণ করতে পারে। কিন্তু সিরিয়ান সরকার তাদের জেলে অপব্যবহার ও অত্যাচার করেই চলছে। এবং সিরিয়ার মানবাধিকার লঙঘন করেই যাচ্ছে। জাতিসংঘ তদন্ত কমিটি ২০১৬ সালের মিশনে অন্তর্ভূক্ত করে যে সিরিয়ান সরকার শাসন ক্ষমতার জোরে বন্দীদের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচার পরিচালনা করছে এবং জেল খানায় মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। চলমান দুর্নীতি গ্রস্ত বিচার ব্যবস্থায় সিরিয়ায় বেসামরিক সংঘাতে যুদ্ধের মধ্যে অত্যাচার ও যৌন হিংস্রতা থেকে বাচার আশা খুব কম। এখন অধিকাংশ মহিলা উদ্বাস্তু তারা মেডিকেল ও শারীরীক সহায়তা পাচ্ছে না, তাদের যত্ন দরকার। এই মানবাধিকার লঙ্ঘন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে এসব অপব্যবহার মনিটরিং করতে আকর্ষীত করছে। এই মানসিকতা গত বছর তুর্কিতে নীতিবোধ আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে। সিরিয়ার মহিলাদের বেআইনিভাবে আটক ও অত্যাচার বন্ধ করার জন্য ইস্তানবুল সহ বিশ্বব্যাপী সমর্থন জেগে ওঠে। এই নীতিবোধ আন্দোলনের প্রাথমিক লক্ষ্য হল সিরিয়ার জেলখানায় মহিলাদের দুরাবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এই আন্দোলনের উদ্দীপনা সিরিয়ায় বেআইনীভাবে বন্দী মহিলাদের অবস্থা তদন্ত এবং তাদের মুক্ত করণে সহায়তার গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

বিঃ দ্রঃ জাতিসংঘ হল কুফফারদের তৈরি একটি সংঘটন। যা প্রকাশ্য ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত একটি সংঘ। এই প্রতিবেদনে শুধু সিরিয়ার বর্তমান অবস্থা জানার জন্য অনুবাদ করা হয়েছে। কিন্তু এই প্রতিবেদনে কুফফার সংঘ এর কাছে যে সমাধানের কথা বলা হয়েছে তা কখনো তারা করবে না। কারণ তারা নিজেরাই প্রকাশ্য ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। জাতিসংঘ নামের এই কুফফার সংঘের আসল চেহারা দেখতে এই ভিডিওটি দেখুন।

https://youtu.be/CCoiSCJ0i8Q

এই প্রতিবেদনের লক্ষ্য ঃ

এই প্রতিবেদন সিরিয়ায় প্রেসিডেন্ট আসাদ কর্তৃক মহিলাদের উপর অত্যাচারের গোপন রহস্য বের করতে চায় এবং কোনো উপযুক্ত পদ্ধতি, প্রতিকার সঠিক বিচারের মাধ্যমে এসব মন্দাবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় বের করতে চায়। টি. আর. টি. বিশ্ব গবেষণা কেন্দ্র স্বীকার করেছে যে চতুর্মুখী সংঘাতের ফলেই অত্যাচার, চিকিৎসাহীনতা এবং নির্বিচারে হত্যার ঘটনা ঘটছে।

দেখা যাবে যে সিরিয়ান সমাজে নারীরা দুদিক থেকেই কলঙ্কিত। প্রথমত, নারীরা যুদ্ধের কৌশল হিসেবে ভয়ানক অত্যাচার ও ধর্ষণের স্বীকার হবে; যার প্রভাব প্রতিহতকারী ফলাফল হিসেবে অপরিমেয়। দ্বিতীয়ত, অত্যাচারিত ও ধর্ষিত হয়ে নারীরা তাদের নিজেদের পরিবার, সমাজ, স্বামী থেকে বর্জিত হয়, নেতিবাচক সামাজিক প্রভাবের স্বীকার হয় -এটাই সিরিয়ার সংস্কৃতি, প্রথা ও সামাজিক আদর্শ।

অবিরত ধর্ষণ ঃ

সাক্ষাৎকারের তথ্য অনুযায়ী টি. আর. টি বিশ্ব গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠানটি বিবেচনা করেছে যে নিয়মানুগ নির্যাতন ও যৌন নিপীড়ন এসব পরিস্থিতির ফলাফল হলো নির্বিচারে হত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধ। সিরিয়ায় কারাগারের পেছেনের গোপনীয়তা এবং এসব কারাগারে প্রবেশের সীমাবদ্ধতা ছাড়াও সিরিয়ান শাসনের উপেক্ষা একটা মারাত্বক বৈধ প্রশ্ন তুলে সিরিয়ায় অধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে।

২। প্রণালী বিজ্ঞান

এই প্রতিবেদনের জন্য ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে মার্চের মধ্যে এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়। প্রাথমিক স্তরের মাঠ লেবেল থেকে এবং মাধ্যমিক স্তরের গবেষণা থেকে। টি. আর. টি. বিশ্ব গবেষণা কেন্দ্রের গবেষকরা তদন্ত করেন এবং কয়েকজন সম্ভ্রান্ত নারী থেকে ১৪ টি সাক্ষাৎকার লিপিবদ্ধ করে, যারা ২০১১ থেকে ২০১৬ সালের মধ্য সিরিয়ায় অত্যাচারিত ও আটক হয়েছিল। ফাইলে আরও ৬ টি ঘটনা ছিল, কিন্তু এটা এই প্রতিবেদনের অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতি পাওয়া যায় নি। যদিও এটা নিয়মানুগ অত্যাচারের মতই সংঘটিত হয়। অনুসন্ধানী জটিলতার জন্য সাক্ষাৎকারের লক্ষ্য অর্জনের জন্য তুষারগোলক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। যা একটি ত্রিকোণীয় ও যাচাইকরণ প্রক্রিয়া। স্থানীয় সিরিয়ান ও তুর্কি সংঘ গুলো সিরিয়ায় নারী অত্যাচার প্রতিকারের জন্য কাজ করার অনুমতি পেয়েছিল। এই প্রতিবেদনের জন্য টি. আর. টি

বিশ্ব গবেষণা কেন্দ্র যান্ত্রীক পন্থায় টি. আর. টি বিশ্ব গবেষণা কেন্দ্রের তদন্ত ইউনিটের সহযোগিতায় পর্যালোচনা করে। এছাড়াও প্রকাশন প্রক্রিয়ায় কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন- জাতি সংঘ, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংঘ, মাঠ কর্মী এবং তুর্কি ও সিরিয়ার মনিটরিং দল গুলোর দ্বারা এটি পর্যালোচিত হয়।

সাক্ষাৎকারীদের অনুরোধে তাদের ছদ্ম নাম ব্যবহার করা হয়। নামহীনতার যৌক্তিকতা হলো সাক্ষাৎকারীদের যেকোনো ধরনের বদলা বা নিরাপত্তাহীনতা থেকে রক্ষার জন্য, যখন তাদের উপর অত্যাচারের বর্ণনা সামনে আসবে। টি. আর. টি বিশ্ব গবেষণা কেন্দ্র তাদের নাম ফাইল এ সংগ্রহ করেছে এবং বিশেষ যত্নে রেখেছে এবং সাক্ষাৎকারীদের মনে যেন আঘাত না লাগে। সাক্ষাৎকারীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভব নয়। শুধুমাত্র সাক্ষাৎকার স্থান পর্যন্ত আসা যাওয়ার যাতায়াত খরচ ব্যতীত। শুধুমাত্র সিরিয়ান জাতীয় সামরিক বাহিনীর ব্যাপক অত্যাচার ও অপব্যবহারের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য নয়। আন্তর্জাতিক এমনেস্টি সহ মানবাধিকার সংস্থা। মানবাধিকার ওয়াচ এবং ইউনাইটেড নেশন নারীর প্রতি যৌন নীপিড়নের হাজার হাজার ঘটনা রেকর্ড করেন। টি. আর. টি বিশ্ব গবেষণা কেন্দ্রের গবেষকরা সরজমিনে তদন্তের সময় সিরিয়ান জাতীয় সামরিকবাহিনী কর্তৃক পুরুষ ও বালকদের উপর যৌন নিপীড়নের অসংখ্য ঘটনার প্রমাণ পেয়েছেন, কিন্তু প্রাথমিকভাবে নারীদের প্রতি ফোকাসের জন্য এই সুযোগ স্বরনাতীত দৃষ্টিকোণে থেকে যায় ।

স্বীকারোক্তিসমূহ

টি. আর. টি বিশ্ব গবেষণা কেন্দ্র যেসব সিরিয়ান নারী তাদের গবেষণায় সাক্ষাৎকার দিতে সম্মত হয়েছে তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। অত্যাচারিত ও যৌন নিপীড়নের পর বেচে যাওয়া নারীদের এই সাহসী আচরণ সিরিয়ান সরকারের মানবাধিকারের অপব্যবহার এবং অপরাধ উন্মুক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এসব পদক্ষেপ যেকোনো ভবিষ্যৎ সংঘাতের জন্য বহুজাতিক মামলার অংশ হিসেবে ন্যায়বিচার বাস্তবায়নের বীজ বপন করবে। টি. আর. টি বিশ্ব গবেষণা কেন্দ্র এই প্রতিবেদন তৈরি করতে পেশাদার মাঠকর্মী, একাডেমিক্স, আইনজীবি এবং নিপীড়িত পরিবারের সদস্যদের সাথে ব্যাপক পরামর্শ করেছেন। আমরা তাদের সমর্থন, অন্তর্দৃষ্টি এবং চিন্তাশীল সহযোগিতার জন্য তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। টি. আ. টি বিশ্ব গবেষণা কেন্দ্র ৩ টি সংস্থার প্রতি ঋণী যারা সিরিয়ান নারীদের মন্দাবস্থা

আড়াল করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে আর যারা আক্রান্ত নারীদের সাথে যোগাযোগ করতে সহায়তা করেছে তাদের সকলের প্রতি ঋণী। নাম বলতে গেলে আই. এইচ. এইচ. মানবতাবাদী রিলিফ ফাউন্ডেশন, নীতিবোধ আন্দোলন এবং সিরিয়ান জাতিয় মিশনে অনুপস্থিত এবং আটকদের প্রতি। আমরা তাদের সকলকে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই। এই প্রতিবেদনটি গবেষক খলিল দেওয়ান তার সহযোগী গবেষক রাজন সাফউরের সহযোগিতায় লিখেছেল।

৩. সাক্ষাৎকার গুলোর লক্ষনীয় অংশ

"সায়া"

সায়া[৯], (৩২) এবং তার বোন অনয়া (২৮), সিরিয়ান জাতীয় সামরিক বাহিনীর হাতে আটক হয়, ২০১৪ সালে ১০০ দিনের জন্য।

তাদের দুজনকেই আলেপ্পুর রাস্তা থেকে অপহরণ করে নিকটবর্তী কারাগারের একটি কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ভিতরে প্রবেশের সাথে সাথেই তাদরেকে প্রহার করা শুরু হয়। এরপর আমাদের কক্ষের নিচের অংশে নিয়ে যাওয়া হয়। যেহেতু তারা আমাদেরকে নিচের সিড়িতে নিয়ে গেছিল আমরা দেখলাম গার্ডরা ১০ থেকে ১২ বছরের কয়েকটি বালককে তিন তার যুক্ত চাবুক দিয়ে পিটাচ্ছে। প্রতিটি আঘাতে তাদের শরীরে লম্বা ক্ষত হচ্ছিল। আমি খুব ভয় পেলাম এবং ভাবছিলাম যে তারা বাচ্চাদেরকেই যদি এত অত্যাচার করে তাহলে তারা আমাদের কতটা নির্যাতন করবে? তারা আমাকে আর আমার বোনকে আলাদা সেল এ রাখল, প্রতিটি সেলেই ৭ জন করে নারী ছিল। সেল গুলোর দৃশ্য কল্পনাতীত ছিল। সেখানে কম্বল গুলো সম্পূর্ণ রক্ত দিয়ে ঢাকা ছিল। সেখানে

সর্বত্রই ধাবক আর ইদুর ছিল। প্রত্যেকটি মহিলার গায়ে নির্যাতনরে চিহ্ন ছিল –কারো চোখ ফুলা, কারো দাত ভাঙ্গা কারো বা রক্ত ঝরছিল। একজন মহিলার হাটু নড়ে গিয়েছিল তাই সে রুমের কোণে বসে প্রচন্ড ব্যথায় বেদম হাসছিল। আমার মনে হচ্ছিল আমি একটা হরর মুভিতে হাটছিলাম। হঠাৎ আমার ধ্যান ভেঙ্গে গেল এবং উদ্ভটভাবে হাসতে শুরু করলাম এবং নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম কি হচ্ছে? তারপর আমাকে একটি সেলে রাখা হল।

প্রায় ১ ঘণ্টা পর গার্ডকে আমার বোনের নাম ধরে ডাকতে শুনলাম। এক ঘণ্টা পর আমার বোন গার্ডের সাথে কক্ষ ত্যাগ করেছিল আর শুনতে পেলাম না। আমি চিৎকার শুনতে শুরু করলাম, কিন্তু প্রথমবার আমি বুঝতে পারি নি যে আমার বোনকেই নির্যাতন করা হচ্ছিল। আমি পরিস্কারভাবে শুনার জন্য আমার কান বন্ধ করতে চাইলাম এবং ঐ সময় আমার সেল সাথী বুঝতে পারল যে কি হচ্ছে এবং আমাকে দিক ভ্রান্ত করতে চাইল। কিছুক্ষণ পর আমার বোনের কান্না শুনতে পেলাম সে ব্যথায় আহ, আহ করছে। এবং এটা আমার উপর মারাত্নক মানসিক চাপ ফেলল যে আমি আমার ছোট বোনকে রক্ষা করতে পারলাম না।

তাৎক্ষণিকভাবে ধাবক গুলো আমাকে কামড়াতে শুরু করল তাই আমি মুজা টেনে উপরে তুলতে চেষ্টা করলাম এবং এগুলো যেন আমার কাছে না আসতে পারে তার চেষ্টা করলাম। এই মুহূর্তে একজন গার্ড আমাদের সেলে ঢুকল এবং বলল যে আমি কি করতে ছিলাম। আমি তাকে বললাম যে আমি নিজেকে রক্ষা করছিলাম, কিন্তু সে হাসল এবং বলল আবৃত করনা আমার সাথে আস। আমি বললাম যদি আমি মুক্ত হতাম, তখন সে আমার সাথে এমন খারাপ ভাষা ব্যবহার করতে লাগল যা জীবনে আগে কখনও শুনিনি। এবং সে বলল আমাকে এমনশিক্ষা দিতে যাচ্ছে যা আমি কখনও ভুলব না। আমরা যখন কক্ষের নিচে হাটছিলাম সেখানে মেঝেতে তাজা রক্তের ফোটা দেখতে পেলাম । আমাকে নির্যাতন করার আগ পর্যন্ত এগুলো যে আমার বোনের রক্ত বুঝতেই পারিনি ।

আমার চোখ খুব শক্ত করে বাধল এবং আমার হাত জামার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত লোহ শিকল লাগালো। সেখানে আরও ৩ জন লোক ছিল, প্রথম জনে আমার মুখে চড়াতে ও ঘুষি দিতে লাগল, একজন আমাকে পিছন থেকে লাথি মারতে লাগল আর অন্যজন আমার পায়ে বেত্রাঘাত করতে লাগল। সারাক্ষণ আমাকে অভিশাপ দিচ্ছিল। আমি

কিছুই দেখতে পারছিলাম না কিন্তু সবকিছুই অনুভব করতে পারছিলাম যতক্ষণ না আমি আর সহ্য করতে না পেরে হাটুর উপর বসে পড়ি। তারা আমাকে আমার ভাই সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করল যে তারা কোথায় এবং তারা কি করছে। তারা আমাকে ১৫ মিনিট যাবৎ নির্যাতন করতে থাকে যতক্ষণ না আমি মেঝেতে পড়ে না যায়, বার বার এমন করতে থাকে ফলে আমি তীব্র আর্তনাদ না করে থাকতে পারলাম না, এমন যন্ত্রনা আমি জীবনেও পায় নি। অবষেশে অচেতন হওয়ার আগে আমার পিঠে একটি লাথি অনুভব করলাম। আমি ১২ দিন যাবৎ বেহুশ থাকি এমনকি আমি হসপিটালেও শৃঙ্খলা বদ্ধ ছিলাম। মাঝে মধ্যে কারা গার্ড আমাদের কাছে আসত এবং জিজ্ঞেস করত কে প্রস্তুত? আজ আমি সেক্স করতে চাই, অবিবাহিত নারীরা গর্ভবতী হয়ে যাওয়ার ভয়ে বিবাহিত মহিলাদের পিছনে লোকাত।

প্রতি সপ্তাহে আমাদেরকে (মহিলা বন্দীদের) সমষ্টিগত নির্যাতন সেশনে নেওয়া হত সবাইকে একত্রিত করা হত এবং বের করে পুরুষ সেলের সামনে আনা হত ও একসাথে পিটানো হত পুরুষদের রাগানোর জন্য। তাদের কেউ আল্লাহু আকবার বলে চেচিয়ে উঠত, আবার কেউ আর্তনাদ করে বলত যে থামো তাদের পরিবর্তে আমাকে মেরে ফেল বা হত্যা কর ।

তারা আমাদেরকে আলেপ্পু থেকে দামেস্কে বদলি করে এবং এ ৯ ঘণ্টা ড্রাইভের মধ্যে আমাদেরকে নির্যাতন করা হয় যেহেতু সৈন্যরা নিকৃষ্ট ব্যবহারের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম যে আমাদেরকে দামেস্কে নিয়ে কি মুক্তি দেওয়া হবে? একজন সৈন্য উত্তর দিল যে তোমরা কি মনে কর যে তোমাদেরকে গর্ভবতী করার পূর্বে মুক্তি দেওয়া হবে? এ কথায় আমি কিংকর্তব্যবিমূর হয়েগেলাম যেহেতু আমি ভেবেছিলাম যে আমি ধর্ষণ তেকে বেঁচে গেছি।

এরপর সায়াকে দামেস্কের একটি কারাগারে বদলি করা হয়। একজন বডিগার্ড আমাকে আশ্বাস দিয়েছিল যে দ্রুত ছেড়ে দেয়া হবে আর তার অভিবাকত্বে আমাদেরকে স্পর্শ করা হবে না, আমি তার কথাকে সত্য মনে করলাম, আর প্রার্থনা করার জন্য সেলে ফিরে গেলাম। আমি জানতাম না যে সেই সেলে ক্যামেরা ছিল আমার নামায শেষ করা মাত্রই এখানের শাখা প্রধান ঝড়ের বেগে ভিতরে ঢুকলেন এবং বলল কার এত সাহস যে এখানে নামায পড়ে। যখন আত্নবিশ্বাসের সাথে ভিতরে ঢুকলাম, সে আমাকে একটা কক্ষে টেনে নিয়ে যায় এবং আমাকে তুলে নিয়ে দেয়ালের শেষ সীমায় চেপে ধরে ফলে

আমি শ্বাস নিতে পারছিলাম না। এবং আমাকে উলঙ্গ করার হুমকী দিচ্ছিল ও বাহিরের একটি গাছের সামনে চাবুক মারছিল যেন আমি সকলের জন্য দৃষ্টান্ত হয়।

"ইমান"

২০১৩ সালে আলেপ্পু থেকে ৩৫ বছরের ইমানকে (তিন সন্তানের মা) সিরিয়ান কর্তৃপক্ষ চেক পয়েন্ট থেকে আটক করে রিপাবলিকান গার্ড শাখা কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। গার্ডরা তাকে নিয়মিত বৈদ্যুতিক শক দিত ও ধর্ষণ করত। ইমানকে বলা হয়েছিল যে, সে সন্ত্রাসবাদে সহযোগী ও রাষ্ট্রদ্রোহী অপরাধে অভিযুক্ত। তারপর তাকে দামাস্কাসের পলিটিকেল নিরাপত্তা শাখা কারাগারে পাঠানো হয় এবং সেখানে সে ব্যাপক যৌন নিপীড়নের স্বীকার হয়। সন্ত্রাসবাদের মামলায় তাকে ১৬ বছরের কারা দন্ড দেওয়া হয়। (এর আগে ২০১১ সালে প্রতিবাদে অংশ নেওয়াই ৬ মাস তাকে আদালতের প্রজ্ঞাপন ছাড়াই আটকে রাখা হয়।) ৮ মাস আটক থাকার পর সিরিয়ান সামরিক বাহিনী ও একটি বিদ্রোহী দলের মধ্যে বন্দী চুক্তির মাধ্যমে তাকে মুক্ত করা হয়।

ইমানকে সীমান্তে ছেড়ে দেওয়া হয় যেখান দিয়ে সে তুর্কি গিয়ে তার ছেলেমেয়েদের সাথে আবার মিলতে পারে। সে তার সমাজে ফিরে গিয়ে দেখল যে তার নিজ পরিবার সম্মান বাঁচাতে তার মৃত্যু কামনা করছিল, তারা বিশ্বাস করত যে কারাগারে তার ধর্ষণ তাদের জন্য সম্মান হানিকর।

তারা প্রথমে আমাকে প্রায় ১০ দিন একটি নির্জন কারাগারে রাখে, তবে প্রথম ৩ দিন কয়েকটি মৃত লাশের সাথে আমি সম্পূর্ণ একাই ছিলাম। সেলটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৮০মি. এবং

প্রস্থে ২ মিটার ছিল সাথে একটি ছোট টয়লেট ছিল যেটা থেকে সর্বদাই পানি পড়ত। আমি সত্যিই খুব শীতল ও উচ্ছন্ন হয়ে পড়ি, এটা সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল এবং আমি চিৎকার করে একটি কম্বল বা নিজেকে আবৃত করার কিছু একটি খোজছিলাম। হঠাৎ মাংসের উপর আমার পা পড়ল এবং আমি ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম মনে হচ্ছিল সেলে জীবিত আরেকটি লোক আছে। আমি জোরে জোরে দরজায় কড়াঘাত করতে লাগলাম যেন গার্ড এসে আমাকে নিয়ে যায়। একজন বন্দী আমাকে বলল যে আমি, শান্ত হ্ও! আর দ্বিতীয় জন হলে তুমি।

নির্জন কারাবাসে থাকালীন আমার সাতে কেউ কথা বলত না। আমি দরজায় কড়াঘাত ও চিৎকার করতাম যে আমার স্বীকারোক্তি আছে, একমুহূর্তের জন্য বাইরে আসতে চাই কিন্তু কেউ উত্তর দিত না। যেন তারা আমাকে নিরবে বসিয়ে ও সম্পূর্ণ আশাহীন করে রাখতে চাইত, তখন আমি ভাবতাম যে মৃত্যুই আমাকে বাঁচাতে পারে ।

নির্জন কারাবাসে থাকাকালীন তারা আমাকে পঁচা সালামী খাওয়ার জন্য দিত তখন মনে হত যে এগুলো না খেয়ে আমার পাশের লাশের মাংস খায়। কারাগারে প্রথম ১০ দিনে আমার ১৫ কেজি ওজন কমে ।

আমরা জানতাম যে দিন-রাতে প্রহরীরা পালা বদল করত। আমাদেরকে নামের পরিবর্তে কতগুলো সংখ্যা দেওয়া হয়েছিল যেগুলো আমাদের সকলকাজে ব্যবহার করা হত যেন আমাদের এটা বুঝাতে পারে যে আমরা নাম পাওয়ার মত মানুষ নয়।

৪. গ্রেপ্তার

বিক্ষোভ প্রতিরোধের জন্য সিরিয়ান সরকার কঠোর দমন নীতি প্রয়োগ করে। যে কোনো সরকার বিরোধী ভাবপ্রবণ লোককে গ্রেপ্তার করে। দুর্ভাগ্যক্রমে মহিলারা ব্যাপক যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণের স্বীকার হয়। এই প্রতিবেদনে চেক পয়েন্ট, রাস্তায় ও রেইড এর মাধ্যমে গ্রেপ্তার গুলো প্রাধান্য পেয়েছে। অপ্রতুল জেরার মাধ্যমে নারীদের আটক করা হত এবং সামরিক ও নিরাপত্তা যানবাহনে রাখা হত, যেখানে প্রাথমিক ধাপে তাদের সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করা হত ।

৫। অর্ধনগ্নতা: নির্যাতনের তীব্রতা

যানবাহনে সিরিয়ান সৈন্যরা মহিলাদের বুকের উপর দল বেধে ঝুকে পড়ত এবং তাদের রানে হাত দিত ও বাজে কথা বলত (হিউম্যান রাইট কাউনসিল ২০১৮)। এগুলো হল আটকের পূর্বের হয়রানি ও যৌন নিপীড়নের সাক্ষ্য যা জাতিসংঘ সহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো ব্যাপকভাবে লিপিবদ্ধ করে। নির্ধারিত কারাগার বা অস্থায়ী আস্তানায় পৌছানোর পর কোনো মহিলা কর্মীর উপস্থিতি ছাড়াই নারী আটকদের চেক করা হত এবং পুরুষ কর্মী দিয়ে অবৈধভাবে তাদের বডি চেক করা হত। এই সুযোগে তাদের যৌন হয়রানি করা হত এবং নারীদের জোরপূর্বক অর্ধ নগ্ন করা হত।
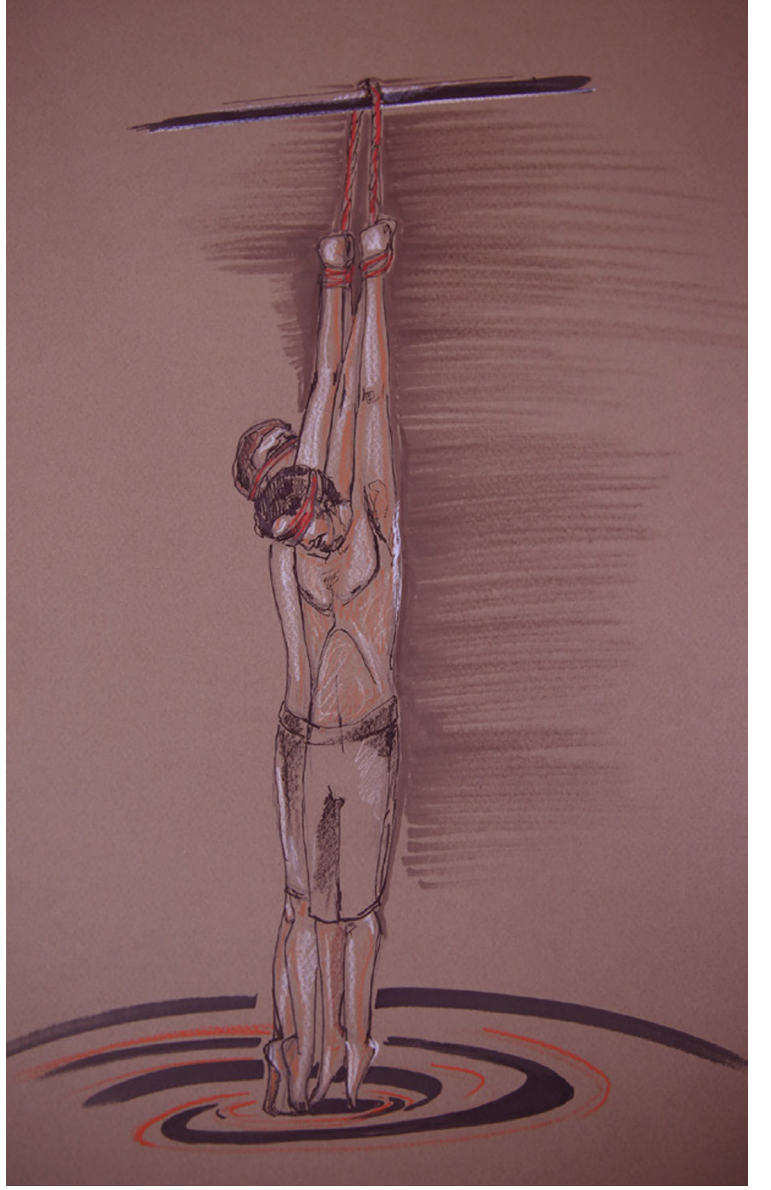
“বুশরা”-অর্ধনগ্নতা ও জিজ্ঞাসাবাদ

২০১২ সালের সেপ্টেম্বরে ৩২ বছর বয়সী বুশরাকে একটি সামরিক বাহিনীর গাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় তার স্বামীকেও সিরিয়ান জাতীয় সামরিক বাহিনী দ্রুত আটক করে। বুশরাকে আসাদ বাহিনীর গুয়েন্দা ইউনিটে নিয়ে যাওয়া হয়। নির্যাতনের তীব্রতায় বুশরার স্বামী স্বীকার করে যে তার স্ত্রী সরকার বিরোধী ছিল এবং সে বিদ্রোহী দলে অংশ নিয়েছিল ।

সেনাবাহিনী তাকে তাৎক্ষণিকভাবে অর্ধনগ্ন করে ফেলে, চোখ বেঁধে ফেলে এরপর হিংস্রভাবে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে।" আমরা যতই নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করতাম তারা কখনই নির্যাতনিং, প্রহার করা, অপমান করা, এবং যত বাজে আচরণ ও আমাদেরকে ধর্ষণ করা বন্ধ করত না"- বুশরা।

অর্ধনগ্ন করার পর সৈন্যরা বুশরাকে প্রশ্ন করা শরু করেছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করা হল সে কোন বিদ্রোহী সশস্ত্র দলে যোগ দিয়েছিল নাকি সরকার বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। সরকারী কর্মীগন বুশরাকে শারীরীক নির্যাতন ও হুমকীর মাধ্যমে এগুলোর সাথে সংযুক্ত থাকার স্বীকারোক্তি বের করার চেষ্টা করেছিল।

সিরিয়ান জাতীয় আর্মি বুশরাকে প্লাস্টিকের পাইপ দিয়ে আঘাত করত যতক্ষণ না সে জ্ঞান হারাত। সিরিয়ান সৈন্যরা জোর করে বুশরাকে বিদ্রোহী দলের সাথে যুক্ত থাকার কথা স্বীকার করাতে চেয়েছিল ।

এমনকি নির্যাতনের চিৎকারে আমরা ঘুমাতে পারতাম না। ধর্ষণের কারণে আমাদের অনেক সাথী গর্ভবতী হয়েছিল। কেউ কেউ ২-৩ টি বাচ্চা জন্ম দিয়েছিল। ঐ দিনের পর আমি ৪ বার আত্নহত্যা করতে চেয়েছিলাম আমি তুর্কিতে মানসিক চিকিৎসা পেয়েছিলাম কিন্তু তখন আমার নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, আমার কাছে মনে হচ্ছিল আমি একটি পরিত্যাক্ত লাশ।

আরেকটি সাক্ষ্য যাতে দেখা যায় অর্ধনগ্ন করা সিরিয়ান কারেগারে একটি স্বাভাবিক বিষয় ছিল:

২০১১ সালে নাউয়াল নামে ৫০ বছরের একজন নারীকে ৬ মাসের কম সময় আটক রাখা হয়। তাকে আলেপ্পুর জাতীয় নিরাপত্তা ইউনিটে নেওয়া হয় যেখানে তাকে প্রথম অর্ধনগ্ন করা হয় এবং এরপর তাকে নির্মমভাবে প্রহার করা হয়েছিল। তাকে বিদ্রোহীদলের সাথে তার সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করাতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। প্রশ্নকারী অফিসার তাকে একটি খালি টায়ারের ভিতর বসিয়ে তাকে প্রহার করত ও বৈদ্যুতিক শক দিত। নাউয়াল আরও উল্লেখ করেন যে কক্ষটির ভিতরে ১৪ বছরের মেয়ে সহ বয়স্ক নারীও ছিল।

হাজরার ক্ষেত্রেও একই ধারা লক্ষ্য করা যায়:

২০১১ সালে আহত বিক্ষোভকারীদের সহযোগিতার অভিযোগে ৩ সন্তানের মা ২৮ বছরের হাজরাকে আটক করা হয়। এছাড়াও তার স্বামী এই বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেছিল ও সরকার বিরোধী ছিল তাদের একসাথে কারাগারে পাঠানো হয়েছিল। ছেলে-মেয়েদের কি হবে তা বিবেচনা করা হয় নি।

গার্ডের দ্বারা হাজরা জোরপূর্বক অর্ধনগ্ন ও হিংস্রতার শিকার হয়। দুদিন পর পর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হত। হাজরা বলে প্রথমে আমাদের ধর্ষণ করা হয় পরে যতক্ষন না অচেতন হয় ততক্ষন প্রহার করা হত। যখন জ্ঞান ফিরত তখন নিজেকে মেঝেতে আহত অবস্থায় অর্ধ নগ্ন দেখতাম। ১৭ দিন নির্যাতনের পর তার আহত স্থান থেকে প্রচুর রক্তক্ষরনের জন্য তাকে হাসপাতালে বদলি করা হয়। প্রধান ইনফেকশন ছাড়াও তিনটি সেলাই লেগেছিল ।

৬. নিয়মানুগ চর্চার

“হুনাদা বলেন” কারাগারে প্রতিদিন আমাকে অকল্পনীয়ভাবে যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণ করা হত। তারা আমাকে একটি টায়ারে ভিতরে রাখত এবং জিজ্ঞাসাবদের সময় প্লাস্টিকের তার দিয়ে প্রহার করা হত ও বৈদ্যুতিক শক দেওয়া হত”।

সিরিয়ান নারীদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে টি. আরটি. বিশ্বগবেষণা কেন্দ্র নিরূপন করেছে যে সিরিয়ান আর্মি সিরিয়ান নারীদের বিরোদ্ধে একটি নিয়মানুগ অত্যাচার কর্মসূচি বাস্তাবায়ন করে যাচ্ছে। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ অথবা বিদ্রোহী দলকে সাহায্যের অভিযোগে ভয়ানক পদ্ধতির দমন নীতি এবং নারীদের নির্যাতন করা হচ্ছে। এই প্রতিবেদনে এমন কিছু সাধারন মহিলার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে যারা বিদ্রোহী দলের নিয়ন্ত্রীত এলাকায় থাকত তাদেরকে কোন অভিযোগ ছাড়াই তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং কমপক্ষে ২ টি কারাগারে বদলি করা হয়েছিল।

কারা প্রহরীরা নারীদের নিয়মিত প্রহার করত এবং প্রতি ৩ ঘণ্টা পর পর জাগানোর মাধ্যমে ঘুমাতে দিতনা। ইচ্ছাকৃতভাবে পরিবেশকে কষ্টকর করে রাখত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ- মেঝেতে ঠাণ্ডা পানি ঢেলে দেওয়া হত ও জোর্বপূর্বক তাদের সেখানে দীর্ঘ সময় ধরে

শুয়ে রাখা হত। ফলে সেলের তাপমাত্রা কমে যেত যার ফলে তাদরে সহজেই সর্দি জ্বর হত। কারাগারের পরিস্থিতি ও ধারাবাহিক নির্যাতনের কারনে কিছু বন্দীদের মনে সবসময় আত্নহত্যার চিন্তা থাকত।

বন্দীদের খাবার, পানি ও চিকিৎসার অভাবে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গিয়েছিল, তবুও তাদের নিয়মিত ধর্ষণ করা হত। বন্দীদের ২৪ ঘণ্টায় শধু ৩ বার টয়লেটে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হত আর এই ১০ সেকেণ্ড ই নির্যাতন থেকে মুক্তি পেত। এমন পরিস্থিতিতেও কিছু মহিলাদের বিদ্রোহী দলকে সমর্থনের কথা স্বীকার করানোর জন্য জোরা করা হত। অন্যান্যদের সামরিক আদালতে নেওয়া হত যেখানে কিছু জেরা কক্ষ ছিল। তাদেরকে আবার কারাগারে আনা হত এবং নির্যাতন করা হত।

কারা শাখা অফিসার ভিতরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করত যে এর পূর্বে আটক হয়েছিলাম কিনা। সায়া বলেন- ২০১১ সালের মার্চের দিকে সিরিয়ান নারীদের ব্যাপকভাবে আটক অথবা কমপক্ষে জেরার সম্মুখীন হতে হয়। সিরিয়ান কারাগারে কেন্দ্রীয় কমান্ড বা নিয়ন্ত্রনের সাথে কোনো যোগসূত্র ছিল না। এভাবে এক কারাগারের নির্যাতন থেকে বেঁচে যাওয়ার পর সিরিয়ান কর্তৃপক্ষের অন্য ইউনিটের হাতে আবার আটক হত।

টি. আর. টি. বিশ্ব গবেষণা কেন্দ্র বুঝতে পারছে যে কারাগার গুলোর মধ্যে স্বীকারোক্তি বের করার প্রতিযোগিতা চলছিল। এটা স্পষ্ট যে প্রতিযোগিতা ছিল অসংখ্য যদিও এর ফলে আর্থিক মন্দা দেখা দেয়। নাগরিকদের স্বাধীনতা ও অনেক সময় জীবন দিয়ে এর মূল্য দিতে হয়।

'ইমান' রিপাবলিকান গার্ড কারাগারে তার অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে কেদেঁ ফেললেন:

১০ দিন পর আমাকে বাইরে আনা হয়েছিল এবং প্রথমবারের মতই আমার সারা দেহে প্রহার করা হয়েছিল এবং গার্ডরা জোর করে আমাকে একটি গাড়ির টায়ারে ঢুকিয়েছিল, যার ফলে তার মাথা তার পায়ের মাঝে ছিল অনেকক্ষণ। অন্যান্য বন্দীদের তাদের ভাঙ্গা অঙ্গ পত্যঙ্গ টায়ারে ঘুরিয়ে নির্যাতন করা হত।

তারা আমাদেরকে পুরো এক সপ্তাহ নির্যাতন করেছিল। প্রতিদিন ২ ঘণ্টা আমাদের দেয়ালের সাথে ঝুলিয়ে রাখা হত। নিয়মিত নির্যাতন ছিল প্রহার করা এবং মাঝে মাঝে

বৈদ্যুতিক শক দেওয়া। মাঝে মাঝে তারা আমাদের চাবুকও মারত। আমার চোখে বেশি আঘাত করা হয়েছে।

নারীদের জন্য ৩ টি সেল ছিল, প্রতি সেলে প্রায় ১৫ জন নারী ছিল। বিপজ্জনক নারীদের জন্য কূপের ভিতরও সেল ছিল বিশেষ করে যেসব নারী আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিল বা যারা স্বীকারোক্তি দিতে চাইত না।

আটকদের নতুন মনোভাব

নারী বন্দীরা কারাগারে নতুন বন্দী দলের আগমনের মুহূর্তটাকে খুব ভয় করত। এর প্রধান কারণ ছিল তখন নির্যাতন প্রক্রিয়া আবার নতুন করে শুরু হত। সকলকে একসাথে নির্যাতন করত। নিয়মানুগ উপায় ও পদ্ধতি ব্যবহার করত ।

ইমান তার বিবৃতি চালিয়ে যায়, কারাগারে নতুন নারী বন্দীদের প্রবেশের পর ভীতিকর মুহূর্তের বর্ণনা দিতে থাকে:

রিপাবলিকান গার্ড কারাগারে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার ছিল নজীরবিহীন। যখনই কোনো নতুন বন্দী আসত গার্ডরা সকল নারীদের একসাথে জিজ্ঞাসাবাদ করত, আমরা আবার একবার, দুবার. তিনবার অত্যাচারিত হয়ে হাপিয়ে উঠতাম । তাই আমরা দোয়া করতাম যেন নতুন কেউ আটক না হয় আর আমাদের আবার ভয়ংকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে না হয় ।

৭.যুদ্ধের কৌশল হিসেবে ধর্ষণ

"অফিসার আসত ও একজন করে বালিকা নিয়ে যেত, যদি সে কয়েকদিন পর ফেরত আসত আমরা বুঝতাম যে তাকে ধর্ষণ করার জন্য নেওয়া হয়েছিল আর যদি না আসত তাহলে বুঝতাম তাকে ধর্ষণ করা হচ্ছে"। -ঈমান

টি. আর. টি বিশ্বগবেষণা কেন্দ্রের সংগৃহিত সমগ্র সাক্ষাৎকার জুড়ে যৌন নিপীড়ন, নির্যাতন, ও নিয়মানুগ বার বার ধর্ষণের চিত্র ফুটে ওঠেছে। এই প্রতিবেদনের অধিকাংশ

সাক্ষাৎকার গুলোই এসব অন্যায়ের কথা বলেছে। সিরিয়ান কারাগার ও অস্থায়ী সেল শিবিরগুলোতে নিয়মানুগ ধর্ষনের এক সংস্কৃতি চলছিল। কারাপ্রহরী ও প্রশ্নকারী ও তাদের সহযোগীদের কারাগারের সাথে যোগসূত্র ছিল। এসব সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এটা অস্বীকার করা যায় না যে ধর্ষণকে স্বীকারোক্তি বের করার যুদ্ধ কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা হত। কিন্ত যা দেখা যেত এরূপ বদ্ধ পরিবেশে সিরিয়ান কর্তৃপক্ষ ক্ষমতার অপব্যবহার করত নিজের যৌন তৃপ্তি মিটিয়ে। এটা আরও নিশ্চিত যে নিরাপত্তা গার্ডরা খুবই জঘন্য প্রশ্ন করত। জেহান একজন সাবেক বন্দী হামা থেকে তার সাক্ষাৎকারের সময় বলেন যে কতিপয় নিরাপত্তা গার্ড আমাদেরকে বিদ্রুপাত্নক প্রশ্ন করত। “কে তোমাদেরকে অধিক আনন্দ দেয়? মুক্ত সিরিয়ান সৈন্যরা নাকি আমরা? এসব প্রশ্ন কারা গার্ডদের আচরণ প্রতিফলিত করত এবং এমন প্রতিকূল পরিবেশে নারীদের আটক রাখা হত। আমরা আমাদের কণ্ঠস্বর বাইরে শুনাতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু কোনো লাভ হত না, আমাদের আর্তনাদ কেউ শুনত না। জেহান বলেই গেলেন।

টি. আর. টি গবেষণা কেন্দ্র ধর্ষণের ফলে শুধুমাত্র তার শারীরিক অবস্থা ক্ষতির বিষয়টিই বের করে নি বরং তার জীবনে ক্ষতিকর মানসিক প্রভাবও আবিষ্কার করেছেন।

নিচের সাক্ষাৎকার গুলো এটা প্রমান করে যে ধর্ষণের সময় সিরিয়ান সামরিক বাহিনী কতটা উগ্র আচরন করেছে:

জাহরাকে তার ১৪ মাসের মেয়ে শিশুর সামনে বিভিন্ন সময় ধর্ষণ করা হত

৩৮ বছরের জাহরাকে তার ১৪ মাসের শিশু সহ দেড় বছর দামেস্কের কারাগারে আটক রাখা হয়। যৌন হিংস্রতা, মানসিক ও শারীরিক নিপীড়নের স্বীকার হয় সে। বিভিন্ন সময় জাহরাকে তার ১৪ মাসের মেয়ে শিশুর সামনে ধর্ষণ করা হত। তার জন্য এটা অসহনীয় এবং ১০ মাস ছিল তার জন্য অগ্নি পরীক্ষা। জাহরার শিশু মারাত্নক অসুস্থ হয়ে পড়েছিল।

কারাগারের অমানবিক ও অসহনীয় অবস্থার জন্য তার শিশু মারাত্নক অসুস্থ হয় এবং দিনরাত কান্না করত। জাহরা বলেন আমি যে হিংস্রতা, অনাহার ও ধর্ষণের কথা বলছি

তা ছিল খুবই অসহনীয়। আমার অতিরিক্ত রক্তক্ষরনের ফলে আমাকে মুক্তি দিয়ে তুর্কি আনা হয়েছিল। আমার অধ:পতিত স্বাস্থের জন্য ১২ টা সেলাই লেগেছিল।

জাহরার সাক্ষা'ৎকারে বিবৃত ঘটনা গুলো প্রমান করে যে যৌন হিংস্রতা যুদ্ধের কত বড় কৌশল ছিল -বিশেষ করে মহিলাদের দুর্বল ও অবমাননা করার জন্য এমনকি ১৪ মাসের শিশুর সামনেও ।

২৬ বছরের খাওলা কারাগারে তার সাথে জোরপূর্ব বার বার ধর্ষনের নিচের অভিজ্ঞতাটি শেয়ার করেন:

আমাকে সিলিংয়ের সাথে ঝুলিয়ে ঘন ঘন ধর্ষন করা হত, আমার বুকে হাত দিত, আমার গোপন অঙ্গে স্পর্শ করত। মানসিকভাবে নির্যাতনের জন্য আমাকে রক্তের উপর হাটতে বাধ্য করত। কারাগারের মধ্যে কয়েকজন ১৪-১৫ বছরের মেয়েছিল। আমি তাদেরকে ধর্ষণ করতে দেখেছিলাম এবং তাদের মধ্যে কমপক্ষে ২ জন সন্তান প্রসব করেছিল।

বেখসুর খালাসের পর যৌন চাহিদা মেটানোর আবেদন

সংঘাতের মধ্যে ধর্ষণ শুধু সংঘাতপূর্ণ এলাকায়ই হত না বরং নিরাপত্তা বাহিনী তাদের ব্যক্তিগত চাহিদার জন্য এ অপরাধ করত। একটা সাক্ষাৎকারে; দুজন কারাগার্ড বেকসুর খালাসের পর তাদের যৌন চাহিদা মেটানোর জন্য তাদের কাছে পাঠানোর অনুরোধ করেছিল। এটা প্রমান করে যে নারী আটকদের নিরাপত্তা কর্মীরা ও কারা প্রহরীরা যৌন নিপীড়নের জন্য কি কৌশল প্রয়োগ করেছিল।

আলেপ্পু থেকে ৫০ বছরের নাওয়াল কারাগারে তার যৌন নিপীড়নের অভিজ্ঞাতা শেয়ার করেন:

নির্যাতন ছাড়াও কারাগারে যৌন নিপীড়ন করা হত। এখানে গার্ডরা খালাস পাওয়ার পর সেক্স করার জন্য অনুরোধ করত নাহলে কারাগারে অনেক কষ্টে ভোগ করতে হবে। নাওয়াল এই প্রস্তাবে রাজি হয় নি এবং এরপরও তাকে ধর্ষণ করা হয়েছিল। এই ঘটনা কি নির্দেশ করে যে গার্ডরা নাওয়ালের সাথে মানসিক খেলা খেয়েছিল তাকে বিশ্বাস করাতে চাইল যে সে একজন রুচিশীল নারী। কিন্তু বাস্তবতা ছিল এই যে যুদ্ধের কৌশল

হিসেবে তাকে তাকে বার বার ধর্ষণ করা হত।

নাওয়ালের সাক্ষাৎকারে দেখা যায় যে নারীরা একটি বিশাল পরিবেশে আটক থাকত, কোনো নিরাপদ আশ্রয় ছাড়াই। ধর্ষিত হওয়ার পর নাওয়ালকে অন্য আরেকটি কারাগারে বদলি করা হয়।

৮। পুরুষ আত্নীয় স্বজন জমাকরণের কৌশল

তারা আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছিল আমার ভাইদের সম্পর্কে যে তারা কোথায়? কি করছে 'সায়া'।

সিরিয়ান সরকার বাহিনী শুধুমাত্র সরকার বিরোধী আন্দোলনের জন্য আটক করে শাস্তি দিত না বরং স্থানীয় পুরুষ আত্নীয়-স্বজন ও পরিবারের সদস্যদের জমা করার কৌশল হিসেবে নারীদের আটক করত।

'ইমান' তার অগ্নি পরীক্ষার এই অংশটি শেয়ার করেছিল যা ব্যাপকভাবে প্রমান করে যে এরই কৌশল হিসেবে নারীদের আটক করা হয় :

আমি আমার স্বামীকে বাচাঁতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম যাতে তারা উনার কাছে যেতে না পারে ও তাকে আটত করতে না পারে। আমি তাদেরকে বলতাম যে আমাদের তালাক হয়েগেছে কারণ তার ভাই আসাদের বাহিনীতে কাজ করত আর আমি ছিলাম সরকার বিরোধী। আমি নাটক করেছিলাম কারণ আমি এমন অনেক ঘটনা শুনেছিলাম যে যদি তারা স্ত্রীর পর স্বামীকে আনতে পারত তাহলে তাকে আটক করে সারাক্ষণ তাকে নির্যাতন করত যতক্ষণ না তার মৃত্যু হয়। অথবা তারা একজন নারীকে তার ভাই সম্পর্কে জানার জন্য আটক করে চাপ দিত।

ইমানের ঘটনা এটা প্রমান করে যে সে কতট প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছিল বিশেষ করে গোপন তথ্য বের করার জন্য। তার সাক্ষাৎকার এটাও আলোর ন্যায় স্পষ্ট যে যদি তারা বিদ্রোহী দলের সাথে যুক্ত থাকত তবে নারী আটকদের জবরদস্তিমূলক নির্যাতন করত। একজন জেলা সেনাপ্রধান কারাগারে যুদ্ধার, স্ত্রী, বোন বা আত্নীয় খোঁজতে আসত, এটা তখন হত যখন তার কোনো সেনা ময়দানে নিহত হত।

সায়া তার অন্য একটি বিবৃতিতে ব্যাখ্য করেন যে তার জিজ্ঞাসাবাদ ছিল সম্পূর্ণ তার পরিবার সদস্যদের সম্পর্কে যে তারা কোথায়?

তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করত যে আমার ভাইয়েরা কোথায? তারা কি করছে? তারা আমাকে একটানা ১৫ মিনিট ধরে মারতে থাকে যতক্ষন না আমি মেঝেতে লুটিয়ে পড়ি। মেঝেতেও এরূপ করা হয় এমনকি আমি চিৎকার করতে পারছিলাম না অবশেষে আমি অজ্ঞান হওয়ার পূর্বে পিঠে একটা লাথি অনুভব করি । আমি ১২ দিন যাবৎ অজ্ঞান হয়েছিলাম এমনকি হাসপাতালে থাকাকলীন সময়ে আমার হাতে হাত কড়া ছিল।

সায়া বলেই চললেন যে পুরূষদের সেলের সামনে নারীদের জমা করা হত। এর কারণ ছিল পুরুষ বন্দীদের কষ্ট দেওয়া বিশেষ করে স্বজনদের সামনে নারীদের নির্যাতন করা হত। নারীদের পুরুষ সেলের সামনে উলঙ্গ করে নির্মমভাবে চাবুক মারত। এটা পুরুষ বন্দীদের মাঝে মারাত্নক মানসিক প্রভাব ফেলত। তারা আল্লাহু আকবার বলে গার্ডদের থামাতে চাইত। যা গার্ডদের আরও ক্ষিপ্ত করত যার ফলে তারা আরও হিংস্র হত যার প্রতিক্রিয়ায় কারো কারো মৃত্যু হত।

প্রতিসপ্তাহে আমাদের সমষ্টিগত নির্যাতনের সময় আসত আমাদেরকে পুরুষ সেলের সামনে জমা করে একসাথে প্রহার করা হত যাতে পুরুষ বন্দীদের জ্বালা বৃদ্ধি পায়। তাদের কেউ আল্লাহু আকবার বলে চিৎকার করে বলে উঠতো যে থামো তাদের পরিবর্তে আমাকে মার অথবা হত্যা কর।

ধর্মীয় স্লোগান আল্লাহু আকবার ধ্বনি ছিল কারাগার্ডদের প্রতি অসম্মানের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ।

আরেকটি সাক্ষাৎকারে নির্যাতনের পর বেঁচে যাওয়া আমল নিশ্চিত করে যে তাকেও নিয়মানুগ প্রহার ও বার বার ধর্ষণ করা করা হয়েছে একদা দেখা গেল যে তার ভাই ও স্বামী ফ্রি সিরিয়ান আর্মিতে অংশ নিয়েছিল। তার শেয়ার করা বিবৃতির একটি অংশ হলো:

তারা আমাকে বলেছিল যে যদি আমি তাদের প্রশ্নের উত্তর না দেয় তাহলে তারা আমাকে হত্যা করবে। তারা পিছন থেকে আমার হাত বেঁধেছিল এবং সিলিংয়ের সাথে ঝুলিয়েছিল । যখন আমি ঝুলন্ত ছিলাম তখন তারা আমাকে বার বার একই করতেছিল

এবং আমার পিঠে, বাহুতে, পেটে ও মাথায় প্লাস্টিকের পাইপ দিয়ে আঘাত করতেছিল। তারা নির্যাতনের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করেছিল। আমাকে যৌন নিপীড়নও করা হয়েছিল।

৯। অমানবিক চিকিৎসা এবং খাদ্য, পানি ও ঔষধের অভাব :

"ঐ সময় আমাদের স্বপ্ন ছিল একটি পরিস্কার কম্বল আমাদের সেলে ঢুকানো"-ইমান

কারাগার গুলোর অবস্থা

নারীদের অমানবিক ও অনুন্নত চিকিৎসা নিতে বাধ্য করা হত যা ছিল খুবই কষ্টসাধ্য এবং কারাগারের নিজস্ব পদ্ধতির মধ্য দিয়ে। অধিকাংশ সাবেক বন্দী এই অবস্থার বিরোদ্ধে অভিযোগ করেছিল। এবং এটা তাদের জীবনে কতটা দুর্ভোগ এনেছিল।

ইমান তার অভিজ্ঞতা ও সেলের অবস্থা বর্ণনা করেছিল:

কারা সেল ছিল আবদ্ধ, ১৫ জন নারী দ্বারা পরিপূর্ণ। আমাদের কোণঠাসা হয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমাতে হত। অর্ধেক জেগে থাকত যতক্ষণ না বাকি অর্ধেক ঘুম থেকে জেগে উঠত। আমরা একজন আরেকজনের রানের উপর শুয়ে থাকতাম আমাদের প্রতিদিনের অবস্থা অনুযায়ী।

অবস্থা ছিল খুবই খারাপ, দেয়াল গুলো নোংরা ও খুবই স্যাঁতস্যাতে ছিল, মেঝে কোনো কিছু দিয়ে আবৃত ছিল না। আমি প্রথম দিকে প্রচন্ড শীতের সময় গ্রেপ্তার হয়েছিলাম। আমরা খুবই শীতল হয়েযেতাম অন্য কোথাও যাওয়ার জায়গা ছিল না। তারা আমাদের সকলকে একটি বা দুটি কম্বল দিত ঘুমানোর জন্য। তারা আমাদের বলত যে তোমরা একে অন্যের দ্বারা উষ্ণ হও। কারাগার খুবই ক্ষুদ্র ছিল ও আবদ্ধ, কিন্তু মাঝ মাঝে এটি খুব ঠাণ্ডা হয়ে যেত। অন্য সময়গুলোতে নির্যাতনের কারণে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, আমাদের উপযুক্ত উষ্ণতা ও আবরণ দরকার ছিল। কম্বল গুলো ছিল খুবই নোংরা ও ময়লাযুক্ত। ঐ সময় আমাদের স্বপ্ন ছিল একটি পরিস্কার কম্বলের।

ধাবক ও ইদুরেরা আমাদের চামড়া ও কাপড় খেয়ে ফেলত এবং আমাদের কাপড়

বদলানোর কোনো সুযোগ ছিল না যতক্ষন কেউ একজন অন্য কারাগারে বদলি হওয়ার সময় কাপড় রেখে যেত। আমার একজন সাথীর চোখে ইদুর কামড়িয়েছিল।

ইমানের প্রথম দিকের বিবৃতিতে দেখা যায় যে আবদ্ধ সেলে নারীরা দাড়িয়ে থাকতে বাধ্য হত যার মানে হল তারা রাত ভাগাভাগি করে ঘুমাত এক দল দাড়িয়ে থাকলে অন্য দল ঘুমাত। আটকদেরকে সেলের মধ্যে পরিস্কার পানি দেওয়া হত না। গার্ডরা শুধু একটি বালতিতে পানি দিয়ে যেত টয়লেটের জন্য। এভাবে আটকদের পান করার পানির ও কষ্ট দেওয়া হয়। সকল বন্দীরা মৃত্যু রোগে আক্রান্ত।

নিচের বিবৃতিতে আলেয়া অমানবিক চিকিৎসা ও বিশুদ্ধ পানির অভাবের কথা ব্যাখ্যা করেন। আলেয়া উল্লেখ করেন যে কারাগারে যারা গর্ভবতী হয়ে যেত ঐ সময় তাদের জন্য কোনো প্রাথমিক ঔষধও ব্যবস্থা করা হত না।

“এটা প্রকাশ করা সম্ভব নয় যে আমরা সেখানে কতটা অবহেলিত হয়েছি। তারা আমাদের ৩ মাস ধরে গোসল করতে দিত না। এখনও ধাবক গুলোর সংক্রমণ রয়েছে। লোকেরা নির্যাতনের জন্য মৃত প্রায় হয়ে পড়েছিল।

অন্য একটি বিবৃতিতে দারা থেকে ৫০ বছরের হুনাদা তার অগ্নি পরীক্ষার একটি অংশ শেয়ার করেন:

২০১২ সালে একটি কারা সেলে ৬৫ জন নারীর সাথে আমি আবদ্ধ হয়েছিলাম-জায়গা স্বল্পতার অভাব ছিল অসহনীয়। ৭ মাস পর আমাকে একটি সামরিক আদালতে নেওয়া হয়। আমাকে সন্ত্রাসবাদ ও বিদ্রোহী দলকে সমর্থক ধরা হয়, কিন্তু তারা আমাকে মাদক ব্যবসায়ী এবং মোসাদের গুপ্তচর বলে অভিযুক্ত করে। তাদের ইচ্ছামত আমাকে অভিযুক্ত করত”। -হুনাদা বলেন ।

হুনাদা আরও বলেন-“কারাগারটি ছিল অত্যন্ত নোংরা, ময়লাযুক্ত ও সম্পূর্ণ অন্ধাকার। আমি সারাক্ষণ ক্ষুধার্ত ছিলাম ও কয়েকদিন পর পর খাবার দিত। তারা আমাকে পুরনো ছারপোকা ধরা খাবার দিয়েছিল। এগুলো না খেয়ে আমার অন্য কোনো উপায় ছিল না।”

ঘুমের অভাব:

ঘুম থেকে বঞ্চিত করার করণ ছিল বন্দীদের শক্তি কমানোর। এটি একটি কৌশল যার মাধ্যমে স্বীকারোক্তি বের করার চেষ্টা করা হত। একজন সাবেক সিরিয়ান বন্দী না ঘুমিয়ে থাকার অনুশীলনের কথা নিশ্চিত করেন।

৪ সন্তানের মা ৩৮ বছরের আরওয়া ২০১৪ সালে হামায় চেক পোস্টে আটক করে তার স্বামী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে। আরওয়ার স্বামী দুই বছর আগেই ইদলিবে চলে গিয়েছিল। কিন্তু সিরিয়ান জাতীয় আর্মি বলে যে তিনি সরকার বিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল। এরপর আরওয়াকে একটি সামরিক অনুষদে নেওয়া হয় এবং তিন দিন যাবৎ সন্ধা থেকে সকাল অবধি জিজ্ঞাসাবদ করা হয়। সে যখন জিজ্ঞাসাবদ কক্ষে ছিল না তখন সে প্রতি ৩ ঘণ্টা পর পর জেগে উঠত –যার মানে হল আরওয়াকে অঘুমন্ত রাখা হয়।

আরওয়াকে বিনা কারনেই কারাগারে অপমানিত করা হয়। সে বলে যে তাকে অর্ধ নগ্ন করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। এই অগ্নি পরীক্ষা শেষ হয়েছিল তাকে বিদ্রোহীদের সাথে চোরাচালানকারী অপরাধী সাব্যস্ত করার মাধ্যমে। আরওয়া উল্লেখ করে যে সে যখন বন্দী ছিল তখন ঐ অনুষদে ৮ বছরের বালক ও ১৪-১৭ বছরের বালিকাদের একই ভাবে নির্যাতন করতে দেখেছে। আরওয়াকে ২০১৫ এর অক্টোবরে মুক্তি দেওয়া হয়। ওখান থেকে সে তুর্কি চলে যায়।

ঔষধ

আলেয়া উল্লেখ করেন যে যাদের ঔষধ দরকার তাদেরও কখনও ঔষধ দেওয়া হত না। কারাগারে আমাদের সাথে অনেক গর্ভবতী নারী ছিল। তাদের কাউকেই ঔষধ দেওয়া হত না, সবাই এ জন্য উচ্চ স্বরে চিৎকার করত। শুধুমাত্র নারীদেরকেই নয় পুরুষদেরও নির্যাতন করা হত।

আলেয়া আরও বলেল যে ৪ বছরের একটি শিশু কারাগারে অসুস্থতার জন্য ব্যথায় সারক্ষণ কাঁদত কিন্তু কোনো গার্ডরাই শিশুর সমাস্যা সমাধানের জন্য আসত না।

কারাগারের অবস্থা আটকদের শারীরিক ও মানসিকভাবে অমানবিক অবস্থায় পৌছে দিয়েছিল:

আবদ্ধ সেল, ইদুর পূর্ণ আন্ডার গ্রাউণ্ড নির্যাতন চেম্বার, নিয়মিত মেঝেতে পানি ঢেলে তাপমাত্রা কমিয়ে রাখা হত। বন্দীদের নষ্ট খাবার দেওয়া হত, কাউকে কাউকে আবার সপ্তাহ যাবৎ খাবার ও পানি দেওয়া হত না ।

কারাগারের অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে নিচে একজন সাবেক বন্দী তার অনাহার, ও পানির অভাব ও অমানবিক চিকিৎসার অগ্নিপরীক্ষার বর্ণনা দেন। জামিলার বিবৃতিতে কারাগারের অমানবিক শারীরিক নির্যাতনের চিত্রসহ বৈদ্যুতিক শক, যৌন নিপীড়ন এবং আবদ্ধ সেলে ধর্ষণের চিত্র ফুটে উঠেছিল।

জামিলা -হয়রানির স্বীকার হয়েছিল, এবং বিনা কারণেই তাকে আদালতে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।

হামদানিয়ায় তার নিজ বাড়িতে সিরিয়ান জাতীয় আর্মিদের অভিযানের সময় আলেপ্পূ থেকে ৩ সন্তানের মা ৩২ বছরের জামিলাকে আটক করা হয়েছিল। সে ও তার স্বামী একসাথে আটক হয়েছিল, কিন্তু ১০ দিন পর তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল এবং তার স্বামী কারগারেই নিহত হয়েছিল। কিন্তু ৩ মাস পর জামিলাকে আবার আটক করা হয় ও আদ্রা কারাগারে পাঠানো হয়।

একপাশ থেকে অন্যপাশে যাওয়া সম্ভব ছিল না কারণ সেখানে কোনো কক্ষ ছিল না। আমাদেরকে ২৪ ঘণ্টায় সি সি ক্যামেরা দিয়ে মনিটরিং করা হত। জামিলা বলেন - নামাজ ও কোরআন পড়তে নিষেধ করা হয়েছিল, কিন্তু তবুও নারীরা গোপনে সেলের ভিতর নামায পড়ত।

কারাগারের অবস্থা যেমন অমানবিক ছিল তেমনই ছিল বন্দীদের চিকিৎসার অবস্থা। ময়লা যুক্ত, ছাড়পোকা ওয়ালা গমের খাবার দেওয়া হত। কারাটি ছিল ভিষণ অন্ধকার ও শীতল। নির্যাতনের ফলে নিহতদের রক্তমাখা কম্বল আমাদেরকে দেওয়ো হত। জামিলার কথা অনুযায়ী নারীদের রুটিন ভিত্তিক নির্যাতন করা হত। তারা আমাদেরকে নির্যাতন কক্ষে নিয়ে যেত এবং বিরামহীনভাবে আমাদেরকে ক্যাবল (চাবুক) দিয়ে

প্রহার করা হত এবং বৈদ্যুতিক শক দিত। তারা আমাদের হাত বেঁধে সিলিংয়ের সাথে ঝুলিয়ে রাখত।

জামিলাকে একটি আলাদা কক্ষে ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়ন করা হয়েছিল। অনেক নারী গর্ভবতী হয়ে গিয়েছিল এবং সেলের এমন বাজে পরিবেশে সন্তান জন্ম দিতে বাধ্য হয়েছিল। জামিলা ২০১৬ সালে ছাড়া পেয়েছিল এবং সে তার শ্বাশুরির কাছে থাকা তিন সন্তানের সাথে মিলিত হয়। এখন সে তার পরিবারের সাথে তুর্কিতে বাস করছে এবং সে তার পরিবারের উপার্জনকারী।
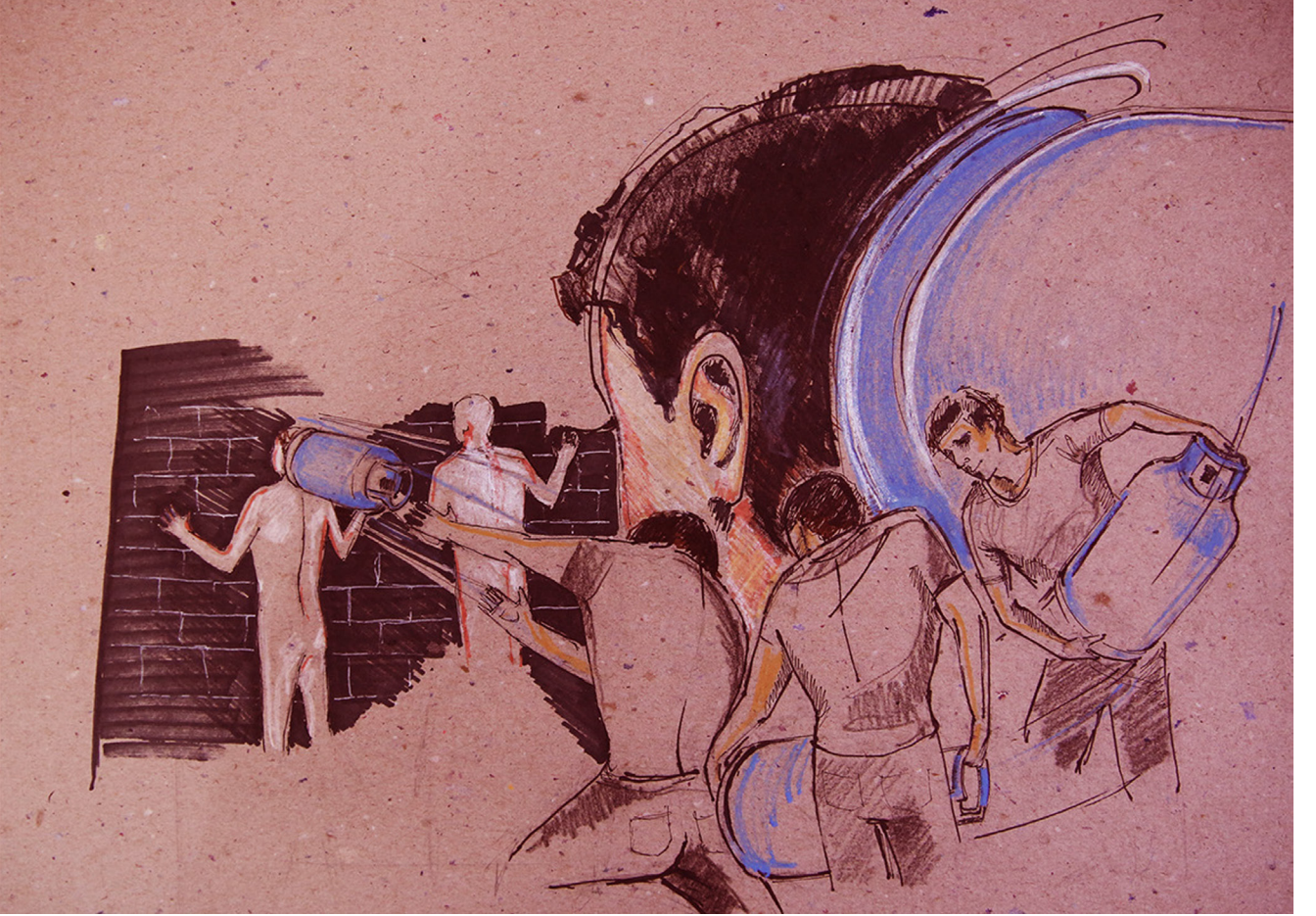
১০.অভিযোগ ছাড়াই অশোভন বিচারাধীন

বিদ্রোহীদের দমনের জন্য সিরিয়ান কর্তৃপক্ষ একটি অভিযান শুরু করে ছিল, জোরপূর্বক নাগরিকদের সরকার বিরোধী স্বীকারোক্তি প্রমাণ করার জন্য। যাইহোক, এসব স্বীকারোক্তি নির্যাতন ও গায়ের জোরে নেয়া হয়েছিল, যা হল আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকার আইনের উপর সরাসারি আঘাত। টি. আর. টি. বিশ্ব এমন একটি ঘটনা বলেন- যে জামিলাকে আদালতে নেওয়া হয়েছিল ও বিচারের আওতায় আনা হয়েছিল এবং তাকে বাসার আল-আসাদের বিদ্রোহীদের সমর্থক হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। এর পর জামিলাকে পূর্ণ ১ বছর কারাগারে অবর্ণনীয় অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল।

টি. আর. টি. বিশ্ব গবেষণা কেন্দ্রে আরেকটি সাক্ষাৎকারে দেখা যায় একজন সাবেক বন্দীকে স্বীকারোক্তি বের করার জন্য তার টিন এজার বোনের সাথে নির্যাতন করা হয়। যদিও এই সাবেক বন্দী টি. আর. টি. সেন্টারের কাছে নিজে শারীরিক নির্যাতনের কথা স্বীকার করেনি তবুও টি. আর. টি. সেন্টার তার মধ্যে শারীরিক ও মানসিক দুটোরই প্রভাব লক্ষ্য করেছে ।

জোর পূর্বক স্বীকারোক্তি আদায়:

কারাগারে সিরিয়ান কর্তৃপক্ষের কাছে শায়মা তার অগ্নিপরীক্ষার একটি অংশ শেয়ার করেন:

“দীরাতে আটক হওয়া আমিই প্রথম নারী। আমার বাড়ি ঘেরাও করা হয়েছিল এবং আমার ফোন, ল্যাপটপ ও গাড়ি যাচাইয়ের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল”। -শায়মা বলেন। আমাকে পলিটিকেল নিরাপত্তা শাখায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং ৪ বার জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং প্রহারের হুমকী দেওয়া হয়। আমাকে ৩০ জন নারী ও ৪ বছরের শিশুর সাথে সেলে নিক্ষেপ করা হয়। তাদের সকলের মধ্যে নির্যাতনের চিহ্ন ও মুখ ক্লান্তিভাব দেখাচ্ছিল।

প্রশ্নকারী আমাকে বলেছিল যে গত মাসে আমার বোনকেও এই কারাগারে নির্যাতন করা হয়েছিল। তার নির্যাতনের কথা সে আমাকে বিশ্বাস করাতে চেয়েছিল।

ফলে শায়মা তার বোনের নির্যাতনের কথা বিশ্বাস করে সে স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য হয়।

এর দ্বারা এটা প্রমাণ করে যে পলিটিকেল নিরাপত্তা শাখার গার্ডরা স্বীকারোক্তি বের করার জন্য একাটি বিশেষ কৌশল ব্যবহার করত।

১১। সাবেক আটকদের প্রতি সাংস্কৃতিক পাল্টা আঘাত

"আমি জানতাম না যে আমাদের পরিবারে সমস্যাছিল। আমার কাকা ও তার সন্তানেরা শহরে অপেক্ষা করতে থাকে এটা না জেনেই যে আমাকে কোথায় মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। কারাগারে ধর্ষনের জন্য আমার বেচে থাকা লজ্জাকর ছিল"। -ইমান।

নারীরা সিরিয়ার কারাগার ও অস্থায়ী শিবির গুলোতে বন্দী হয়ে দুদিক থেকে কষ্টের স্বীকার হয়। প্রথমত যুদ্ধের কৌশল হিসেবে নারীরা অমানবিক নির্যাতনের স্বীকার হয় যার প্রভাব ছিল অপুরনীয় -বিশেষ করে মানসিক ক্ষেত্রে। দ্বিতীয়ত এই নারীরাই সামাজিক ভাবে পাল্টা আঘাত এর স্বীকার হয়। যেখানে তারা পরিবারের সাথে পুনরায় যুক্ত হতে চাইলে তাদের নিজ পরিবার তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করে পারিবারিক সম্মানের জন্য।

সম্মানের জন্য পরিবার থেকে বর্জন

ইমানের বিবৃতি থেকে টি. আর. টি. বিশ্ব গবেষণা কেন্দ্র প্রমাণ করেছে যে নারীরা দুদিক থেকেই নির্যাতনের স্বীকার হয়।

ইমানকে সম্মানের জন্য বর্জন করা হয়

আমি জানতাম না যে আমার পরিবারে সমস্যা ছিল। আমার নয়জন চাচা তারা সবাই আমার বিরুদ্ধে আমার বাবাকে বলেছিল, যদি সরকার ইমানকে হত্যা না করে আমরা তাকে হত্যা করব -সে আমাদের জন্য সম্মানের ও লজ্জার। আমার ভাই গোপনে আমার মুক্তি যেন সিরিয়ার ভিতরে না দিয়ে লেবাননের সীমান্তে দেওয়া হয় এ বিষয়টি নিশ্চিত করে। আমাকে কোথায় ছাড়া হবে এটা না জানার ফলে আমার কাকা ও তার সন্তানেরা সারা শহরে আমাকে খোঁজে। কারাগারে ধর্ষনের জন্য আমার বেচে থাকা লজ্জাকর ছিল। আমি তুর্কিতে আমার ভাইয়ের সাথে থাকতাম ও আমার স্বামীর সাথে অনেক

আলোচনার পরও একবছর যাবৎ আমার সন্তানদের দেখতে পারি নি। আমার স্বামী ঘোষনা দেয় যে আমিই এখনও তার বৈধ স্ত্রী আছি শুধু মাত্র আমরা আত্নীয় বলে। এছাড়া আমাকে সে চাইত না এবং আমার সাথ কিছু করতে চাইত না। আমি খুবই কষ্ট পেয়েছিলাম যে এত নির্যাতনের পরেও আমি তাকে রক্ষা করেছিলাম। পরে সে ছেলেমেয়েকে (সিরিয়া থেকে) আমার কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল। কারণ সে সন্তানদের দায়িত্ব নিতে চাচ্ছিল না এবং বিভিন্ন কারনে সে আমাকে আবার বিয়ে করতে চাইল না। ফলে অনেক আন্দোলনকারী আমার বাবার কাছে এসে বলে যে তার স্বামী তাকে নিতে চাই না, আমরা তাকে আনন্দের সাথে বিয়ে করব ও তাকে রক্ষা করব। তাদের প্রচেষ্টায় বিয়েটা সফল হয়েছিল পরে যেহেতু আমি তাদের সাথে মিলিয়ে নিয়েছিলাম ও তারা আমার খাদ্য ও বাসস্থান নিশ্চিত করেছিল। সে আমার সন্তানদেরকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তাকে অনেক সুযোগ ও চিন্তভাবনা পরিবর্তনের সময় দেওয়ার ৫ বছর পর তাকে আমি তালাক দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু সে তার নিজ সন্তনদেরও রাখতে চাইল না।

আমার মন এখনও ছটফট করে যদি আমি সিরিয়ায় ফিরে যেতে পারতাম। আমাকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়ার আগে আমার কাকাদের ও সরকারের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছিল যে আমি যেন ঘুম হয়ে যায়, আর যদি ফিরে আসি তাহলে আবার গ্রেপ্তার করা হবে।

১২. আইন সংক্রান্ত গতিশীলতা

এই রিপোর্টের লিপিবদ্ধ সাক্ষাৎকার গুলো প্রমাণ করে যে কাস্টডিতে সিরিয়ান সরকার কর্তৃক পরিচালিত নারী সহিংসতা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন ও সামরিক সংঘাত আইন লঙ্ঘনের সমান। আইন বিজ্ঞানের এসব অবকাঠামো স্পষ্ট ঘোষণা করে আটকদের চিকিৎসার দায় সিরিয়ার। সকল আটকদের জামিন দিতে হবে যার কোনো সমঝোতা হতে পারে না - চিকিৎসা ব্যবস্থার অবনতি ও যুদ্ধের কৌশল হিসেবে অমানবিক নির্যাতন ও ধর্ষণসহ যৌন হিংস্রতা।

টি. আর. টি গবেষণা কেন্দ্র এর প্রতিবেদনে সংগৃহিত তথ্যের যথার্থতা প্রমানের জন্য সিরিয়াতে একটি নিরেপেক্ষ ও স্বাধীন তদন্তের আহবান করেছেন। সিরিয়ান সরকারের যেসব কর্মকর্তরা অভিযানের সাথে যুক্ত ছিল তাদের সকলকে আইনের আওতায়

আনতে হবে। মানবাধিকার বঞ্চিতদের যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের অধিকার, পুনরুদ্ধার এবং প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে এমন অপরাধ আর পুনরাবৃত্তি হবে না।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে আবেদন

এটা অস্বীকার করা যায় না যে সিরিয়ান সরকারী দল আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আইনসহ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে অপরাধী। আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক চুক্তি আইন এবং শিশু অধিকার সম্মেলন বিরোধী। তবুও সিরিয়ান সরকার ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে এসব অপরাধের সাথে লেগেই থাকছে।

সিরিয়ান সরকারকে বিশেষ মনোযোগ আনতে হবে স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত করনের প্রতি (ICESCR, অনুচ্ছেদ ১২) বেঁচে থাকার অধিকারের প্রতি; নির্যাতন ও চিকিৎসাহীনতার প্রতি; স্বাধীনতা ও ব্যক্তি নিরাপত্তা অধিকারের প্রতি এবং জোরপূর্বক ঘুমকরণ নিষিদ্ধ করণ আইনের প্রতি (ICCPR.6.7.9.10.14)। এসব নিষেধাজ্ঞা যুদ্ধ ও শান্তি এ দুসময়েই প্রযোজ্য থাকবে। এই প্রতিবেদনের প্রতিবেদন গুলোর অধিকাংশ অংশ মানবাধিকার আইন অবকাঠামোর আওতাধীন। যায়হোক চলমান নাগরিক যুদ্ধের শুরু থেকে কাউকে কাউকে সিরিয়ান সরকারের দৃষ্টিতে সন্ত্রাসবাদের যুদ্ধে অংশগ্রহনের সন্দেহে আটক করা হয়েছিল। অথচ নির্যাতন ও যৌন নিপীড়নের বিষয়টি সংঘাতের ভিতরে ও বাহিরে কোন পরিস্থিতেই যাচাই করা হয় নি।

সামরিক সংঘাত আইনে আবেদন

সামরিক সংঘাত আইন (LOAC) -প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক মনুষ্য আইন নামে পরিচিত (IHL) এ প্রসঙ্গে সামরিক সংঘাত আইনে আবেদন করেছে। সামরিক ও বেসামরিক আটক, আহত বা যারা যুদ্ধ থামানোর জন্য কাজ করে তাদের সকলের নিরাপত্তা নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে। এখানে নিচের সীমালজ্ঞন গুলো আন্তর্জাতিক মনুষ্য আইন ও ১৯৪৯ সালের জেনেভা সম্মেলনে আটকদের অমানবিক চিকিৎসা, নির্যাতন, জোরপূর্বক ঘুম করণ, পরহস্তে সমর্পণ ও ইচ্ছামত আটক থেকে নিরাপত্তার বিধান জারি করেছে। এসব দায়ভার সম্পূর্নরূপে সিরিয়ান সরকারের উপর।

কারাগারের সাথে সংযোগ রক্ষাকারী সকল সামরিক ও নিরাপত্তা কর্মীদের অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করতে হবে। কমান্ডারগন, জেনারেলগণ এবং উপরস্থ কর্তৃপক্ষকে দায়ী

করা হবে যদি নিম্ন পদস্থ বাহিনী অপরাধ স্বীকার করে। সামরিক সংঘাত আইনে এসব মারাত্মক সীমালঙ্ঘনের কথা অজানা থাকার দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না। কমাণ্ডারদের আইনগতভাবে দায়িত্ব হল আন্তর্জাতিক মনুষ্য আইনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা।

সিরিয়ার সরকার বাহিনীগুলোকে তদন্তের আওতায় আনতে হবে, কারাগারগুলোতে তারা নেটওয়ার্ক ভিত্তিক যে অপরাধ সংঘটিত করেছে সেজন্য। প্রধান অপরাধ গুলো হল ধর্ষণসহ যৌন নিপীড়ন, নির্যাতন এবং অমানবিক চিকিৎসা। আন্তর্জাতিক মনুষ্য আইনে এগুলো হল গুরুতর অপরাধ।

অপরাধীদের অপরাধের বিরোদ্ধে আন্তর্জাতিক মানের যে কোনো শক্তিশালী বিচার ব্যবস্থায় গ্রহণ করতে হবে সচ্ছতা, উপযুক্ত পক্রিয়া ও দায়িত্বশীলতাসহ আইনের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে এবং গুরুত্বের সাথে একজন সঠিক ডিফেন্স থাকতে হবে।

সিরিয়ার নিজস্ব সংবিধান জোর দিয়ে ঘোষণা দিচ্ছে যে বৈধ আন্দোলন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার নিশ্চয়তা তারা লঙ্ঘন করছে না। কিন্তু এই রিপোর্টের প্রতিবেদন গুলোতে এটা পরিস্কার যে তাদের দেশীয় আইন পক্রিয়া ব্যর্থ হচ্ছে। এই একই নিশ্চয়তা সিরিয়ার ফৌজদারি আইনের ধারায় রয়েছে, কিন্তু নাগরিক আন্দোলন কঠোর হস্তে দমন করা হয়েছে যুক্তিহীন ও অপ্রয়োজনীয় কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে যা মানবতা বিরোধী যুদ্ধাপরাধ।

১৩। উপসংহার

টি. আর. টি. বিশ্ব গবেষণা কেন্দ্রের গবেষণা থেকে এটা সুস্পষ্ট হয় যে সিরিয়ান সরকার যুদ্ধের কৌশল হিসেবে যৌনহিংস্রতা ও ধর্ষণের একটি হীন পন্থা চালাচ্ছে। এই রিপোর্টের সাক্ষাৎকারের প্রতিবেদন গুলোতে সিরিয়ান সরকারী বাহিনীর কিছু মারাত্মক বেআইনি কর্মকাণ্ড তুলে ধরা হয়েছে যা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন ও আন্তর্জাতিক মনুষ্য আইন উভয়ের লঙ্ঘনেরই সমান।

আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী বন্দীদের উপর অত্যাচার ও যৌন হিংস্রতা কমানোর জন্য সিরিয়ান সরকারের বিরোদ্ধে পদক্ষেপ নিতে ও চাপ প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ তাৎক্ষণিকভাবে নারীদের ধর্ষণ ও তাদের প্রতি নির্যাতনের জঘন্য

কৌশল বন্ধের প্রয়োজন বোধ করছে।

সিরিয়ার জনগনের বিরোদ্ধে পরিচালিত অভিযানে প্রাথমিকভাবে নারীদেরকেই টার্গেট করা হয়: যৌনহয়রানি, অর্ধনগ্ন করণ, অবৈধ যৌন স্পর্শ, নিয়মানুগ ধর্ষণ, প্রহার ও আলাদা বিচার প্রক্রিয়ায় হত্যা এগুলো হল আইন লঙ্ঘনের কিছু উদাহরণ যা সিরিয়াতে সংঘটিত হয়। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে এটা স্পষ্ট যে সরকার বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহনের কারণে নারীদেরকে জোরপূর্বক ঘুম ও আটক করা হয় এবং এমনকি পরিবারের পুরুষ সদস্যদেরও গ্রেপ্তার করা হয় যারা স্বসস্ত্র বিদ্রোহীদের সাথে যুক্ত থাকতে পারে। নারীদের দুর্বল করে, তাদের অন্তরে ভয় সৃষ্টি করে বিরোধী দল ও সরকার বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত থাকার স্বীকারোক্তি বের করার কৌশল হিসেবে নির্যাতন ও অত্যাচার করা হয়।
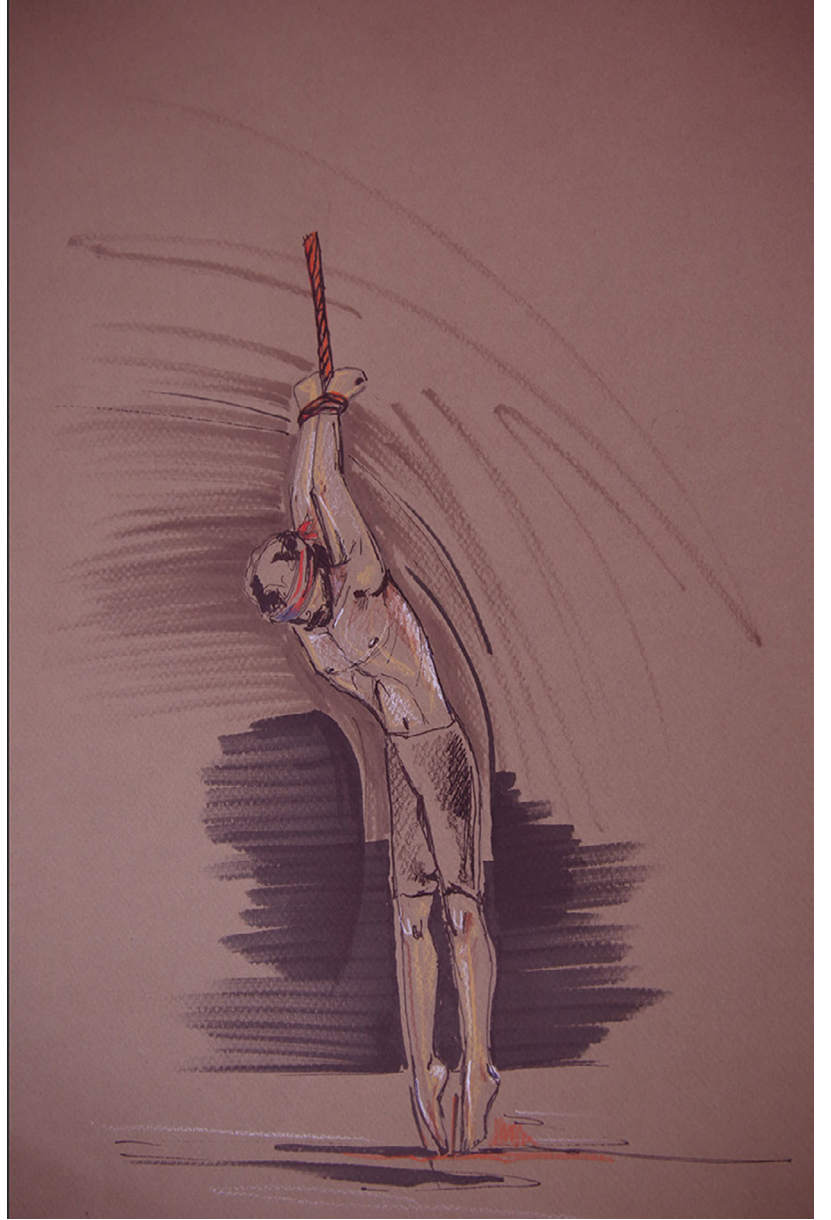
তবুও সিরিয়ান সরকার যুদ্ধের কৌশল হিসেবে চলমান যৌন হিংস্রতা ও ধর্ষনের উপায়টিকে স্বীকার করে নি –এবং সরকারী ও এর সহযোগি বাহিনীদের অপরাধের বিরোদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়।

সম্ভবত সিরিয়ান লেন্সের মাধ্যমে নাগরিক যুদ্ধের পেছনের কারণ যাচাই করার চেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, এ ব্যবস্থাগুলো বেমানানভাবে ও স্পষ্ট অবৈধভাবে গ্রহণ করা

হয়েছে। সেখানে সিরিয়ার কারাগার ও অস্থায়ী আটকখানায় সরকারী বাহিনী দ্বারা সংঘটিত চরম অপরাধ তদন্তকরনের কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি।

১৪। সুপারিশ সমূহ

ক্রমবর্ধমান সচেতনতা সত্ত্বেও কারাগারে নারীদের উপর পরিচালিত অত্যাচার ও যৌনহিংস্রতার বিষয় গুলো আড়াল করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সিরিয়ায় সংঘটিত আইনের লঙ্ঘন গুলো বন্ধ করার জন্য নিম্নবর্ণিত সুপারিশ গুলো প্রয়োজন:

জাতিসংঘ

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক মনুষ্য আইন-জেনেভা সম্মেলনের চুক্তিসমূহের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করার জন্য সিরিয়ান সরকারকে অবশ্যই চাপ প্রয়োগ করতে হবে। জেনেভা সম্মেলন উল্লেখিত ধর্ষণ, নির্যাতন অমানবিক চিকিৎসা ও জোরপূর্বক ঘুমকরণ এই অপরাধ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

আন্তর্জাতিক সংস্থা ও মানবাধিকার সংস্থা

আন্তর্জাতিক সংস্থার উচিত স্থানীয় সিরিয়ান সংঘঠনগুলোর সাথে অভিজ্ঞতা শেয়ার করা- তুর্কিতে উদিত যথেষ্ট প্রমাণও যেমনটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার লঙ্ঘন গুলোও। থেমাটিক মানবাধিকার আইন ও বৈধশিক্ষা প্রাপ্তি নিষ্ঠুর ঘটনা সমূহ নথিভুক্তকরনের কারযকারিতা সহজ করে দিবে।

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য পুন:প্রতিষ্ঠার স্থানীয় উদ্যোগ গুলোকে সমর্থন দিতে হবে। যা হয়েছিল নির্যাতন ও যৌন নিপীড়নের ফলে।

রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করতে হবে যে তাদের জাতীয় ভাবমূর্তি ও রাজনৈতিক আশ্রিত পন্থা সক্রিয়ভাবে সিরিয়ার উপর নির্যাতন ও যৌন নিপীড়ন তাৎক্ষণিকভাবে দ্রুত প্রতিরোধের পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

সিরিয়ার শাসন

সিরিয়ান সরকার এটা খুব ভাল করেই জানে যে কারাগার গুলোতে সংঘটিত অপরাধগুলো বন্ধ করা প্রয়োজন। এর সামরিক বাহিনী, নিরাপত্তা বাহিনী এবং সহযোগীদের যুদ্ধের কৌশল হিসেবে নির্যাতন, যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণ বন্ধ করা নিশ্চিত করতে হবে। সিরিয়ান সরকার কর্তৃক গৃহিত যে কোনো পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক ও দেশীয় আইনের সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে।

বিনাশর্তে কারারুদ্ধ নারীদের মুক্তি, সমগ্র সিরিয়ার কারাগারে সঠিক ও সচ্ছ বিচার ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে হবে।

সিরিয়ান আরব রিপাবলিক তদন্ত ভিত্তিক ইউ এন ব্যাকড ইন্ডেপেনডেন্ট ইন্টারনেশনাল কমিশন সহ আন্তর্জাতিক মনিটরিং দল গুলোকে কোনো প্রকার শর্ত ছাড়াই কারাগারে প্রবেশ ও তদন্ত করার অনুমোদন দিতে হবে।

সামরিক আদালত গুলোতে একজন নিরপেক্ষ বিচারক ও যথার্থ প্রমাণ ছাড়াই অবিচার করা হল উপযুক্ত ও সচ্ছ প্রক্রিয়ার লঙ্ঘন। প্রত্যেক বন্দীকে তাদের পক্ষে উকিল নিয়োগ করার অধিকার দিতে হবে। সিরিয়ান সরকারকে অবশ্যই বিচার ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের অনুসরণ করতে হবে।

বন্দীদেরকে তাদের পরিবারের সাথে যোগযোগ করার বা আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা যেমন- রেডক্রস কমিটি বা আন্তর্জাতিক রেডক্রিসেন্ট আন্দোলনকে সিরিয়ার কারাগারের প্রকৃত অবস্থা যাচাই করার জন্য অনুমতি দিতে হবে।

পেশাদারী, সাংবাদিকদের ও সনাক্তকারীদের জন্য উন্মুক্ত ব্যবস্থা:

সিরিয়ার জাতিগত সত্ৱা ও অজাতিগত সত্ৱার প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা সাংবাদিকদের ছবি তোলার ও ভিডিও চিত্র প্রামানের উন্মুক্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে। সামাজিক গুয়েন্দা গণমাধ্যমকে অত্যাচারের প্রমাণ সংগ্রহের অনুমতি দিতে হবে। বৈধ জাতি সত্ৱা যেমন-আন্তর্জাতিক বার এসোসিয়েশন ইনদা ইউনাইটেড কিংডম, এবং এর প্রযেক্ট 'প্রত্যক্ষ্যদর্শী' এর সাথে মিলে সঠিক তথ্য সরবারাহের সুযোগ দিতে হবে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন ইউটিউবকে সিরিয়া ভিডিও মুছার ক্ষেত্রে পুনর্বিবেচনা করা উচিত। যদি নির্যাতন ও অপরাধের শক্তিশালী ভিডিও গুলো আন্তর্জাতিক আইনে দেওয়া হয় তাহলে তারা শক্তিশালী প্রমান সরবাহ করতে পারবে। অবশেষে এসব ভিডিও সংগ্রহ করার একটি উপায় বিবেচনা করা উচিত এবং বিশ্লেষণের জন্য বৈধ সংস্থাগুলোতে পাঠনো উচিত।

বিঃ দ্রঃ জাতিসংঘ হল কুফফারদের তৈরি একটি সংঘটন। যা প্রকাশ্য ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত একটি সংঘ। এই প্রতিবেদনে শুধু সিরিয়ার বর্তমান অবস্থা জানার জন্য অনুবাদ করা হয়েছে। কিন্তু এই প্রতিবেদনে কুফফার সংঘ এর কাছে যে সমাধানের কথা বলা হয়েছে তা কখনো তারা করবে না। কারণ তারা নিজেরাই প্রকাশ্য ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। জাতিসংঘ নামের এই কুফফার সংঘের আসল চেহারা দেখতে এই ভিডিওটি দেখুন।

https://youtu.be/CCoiSCJ0i8Q

১৫। পরিশিষ্ট: টি. আর. টি বিশ্বগবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক সংগৃহীত সিরিয়ায় সংঘটিত নির্যাতন ও যৌন নিপীড়নের ঘটনা সমূহের নথি।

ঘটনার বছর	নাম ও বয়স	ঘটনার স্থান/ কারাগার	ইস্যু	প্রতিবেদনে যেখানে রয়েছে
২০১৫	আমল	হালাব	পরিবারের পুরুষ সদস্যদের তথ্য বের করার জন্য নিয়মানুগ ধর্ষণ ও নির্যাতন ও হত্যার হুমকী	পৃষ্ঠা ১৬,১৭
২০১২	বুশরা, ৩২	আলেপ্পু	কারগারে নির্যাতনের রক্তের উপর দিয়ে হাটানোর জন্য মানসিক নির্যাতন এবং সিরিয়ান জাতীয় আর্মিদের দ্বারা নিয়মিত ধর্ষণ	পৃষ্ঠা ৫,১১,১২
২০১৬	জামিলা, ৩২	আলেপ্পু	সামরিক আদলতে হয়রানি পূর্বক অপরাধী সাব্যস্থ করণ ও নির্যাতন করে স্বামীকে কারাগারে হত্যা করা হয় ও জামিলাকে ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়ন করা হয়	পৃষ্ঠা ১৮,১৯, ২০
২০১১	নাওয়াল, ৫০	আলেপ্পু	কারা গার্ডকর্তৃক মুক্তির পর যৌন মিলন করার প্রস্তাব	পৃষ্ঠা ১২, ১৫
২০১৪	আরওয়া, ৩৮	হামা	ঘুম থেকে বঞ্চিত করণ ও অমানবিক চিকিৎসা	পৃষ্ঠা, ১৮
২০১৪	খাওলা, ২৬	হামা	কারাগারে বার বার ধর্ষণ ও নির্যাতন ক্ষুধার্ত বালিকাদের বাচ্চা জন্ম দিতে দেখা যায়	পৃষ্ঠা, ১৫
২০১৪	জাহরা, ৩৮	দামাস্কাস	বিভিন্ন সময় ১৪ মাসের শিশুর সামনে ধর্ষণ	পৃষ্ঠা ১৪, ১৫
২০১১	হাজরা, ৩৮	হোমস্	তার ছেলেমেয়েদের যাইহোক না কেন তাকে ধর্ষণ ও নির্যাতন করে অজ্ঞান করা হয়	পৃষ্ঠা ৩, ১২
২০১৩	আলিয়া	দারা	অমানবিক চিকিৎসা, খাদ্য. পানীয় ও ঔষধের অভাব	পৃষ্ঠা, ১৮
২০১৪	শায়মা, ৪০	দারা	বোনের সাথে স্বীকারোক্তি বের করার জন্য নির্যাতন করা হয়	পৃষ্ঠা ২০
২০১২	হুনাদা, ৫০	দারা	মোসাদের গুপ্তচরের অভিযোগে ৬৫ জন নারীর সাথে জোরপূর্বক সেলে দেওয়া হয়। প্রয়োজনীয় খাদ্য ও ঔষধ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে	পৃষ্ঠা ১৩, ১৮
২০১৩	ইমান, ৩৫	আলেপ্পু	প্রতিবেদনে নির্যাতন ও যৌন নিপীড়নের সম্পূর্ণ বর্ণনা দেন	পৃষ্ঠা ৯, ১৩, ১৪, ১৬, ১৭,২০, ২১
২০১৪	সায়া , ৩২	আলেপ্পু	প্রতিবেদনে নির্যাতন ও যৌন নিপীড়নের সম্পূর্ণ বর্ণনা দেন	পৃষ্ঠা ৫, ৮,৯, ১৩, ১৬
২০১৫	জেহান, ২৫	দামাস্কাস	যৌন নিপীড়ন, ধর্ষণ ও হয়রানি করা হয় - জিজ্ঞাসা করে হয় কে বেশি মজা দেয় সিরিয়ান সামরিক বাহিনী না এফ. এস. এ	পৃষ্ঠা ৩, ১৩, ১৪

এখানে পৃষ্ঠা নাম্বার গুলো ইংরেজি ফাইল অনুসারে দেওয়া হয়েছে।